এপ্রযুক্ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তারদিগের এ শ্রাদ্ধে এতদ্ব্যয়েও মনঃ সন্তুষ্ট হয় নাই কারণ শোকজন্য স্থির মনে ইচ্ছামত আয়োজন করিতে পারেন নাই।

(১৪ মে ১৮২৫ । ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান।—বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে যে সকল দানাদি উৎসর্গ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে। শ্রাদ্ধ দিবসে দানাদির সহিত সুসজ্জিত সভার শোভার বিষয় বিশেষ বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতে আমারদের মানস ছিল কিন্তু অনুসন্ধান করা গেল যে সকল লোক সভারোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ বিশেষ লিখিয়া প্রেরণ করেন নাই সুতরাং তদ্বিষয় বর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে সকল দান দ্রব্যাদি এবং মুদ্রাদিদ্বারা অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য নিমন্ত্রণাহূত রবাহূত উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের যাহা বিদায় করিয়াছেন এবং কাঙ্গালি বিদায়ের বিশেষ যাহা জনশ্রুতি তাহা প্রকাশ করিতেছি।

নবদ্বীপাদি নানাদেশবাসি প্রধান২ অধ্যাপকেরদিগকে নগদ ১০১ মুদ্রা ও রূপার ঘড়া এক। দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি অধাপকেরদিগের নগদে ও রূপার তৈজসে ৭০।৬০।৫১।৪০।৩২।২৫ টাকা। উপস্থিতপত্র যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারদিগের বিদায় নগদ ৫ টাকা এক পিত্তলের ঘড়া কাহার বা গাড়ু এবং সিধার ১ কিম্বা ২ টাকা।

সুপারিসপত্রের নগদ ৮ টাকা এক পিত্তলের কলসী কাহার বা ৬ টাকা এক ঘড়া কাহার বা ৫ টাকা এক গাড়ু।

টিকিট পত্রের বিদায় ১॥ কাহার ১ টাকা ১ থাল কাহার ১ টাকা কেহবা এক থাল ইত্যাদি।

কাঙ্গালি আপামর সাধারণ ১ টাকা। কাঙ্গালি অনুমান লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহাতে এই আশ্চর্য্য যে তাবতেই পাইয়া অনুরাগ করিয়াছে। এবং কাহার ক্লেশমাত্র হয় নাই সকলেই সন্তোষ পাইয়া গিয়াছে।

জনশ্রুতি সভার চমৎকার শোভা হইয়াছিল এবং যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহের অপূর্ব্ব ধারা করিয়াছিলেন তাহার যদি বিশেষ বৃত্তান্ত কেহ লিখিয়া পাঠান তাহাও আমরা উৎসাহপূর্ব্বক আগামিতে প্রকাশ করিব। সং চং

(২২ এপ্রিল ১৮২৬ । ১১ বৈশাখ ১২৩৩)

কাশীধামে গমন।—৺ রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু আশুতোষ সরকার সংপ্রতি কলিকাতাহইতে কাশীধামে যাত্রা করিয়াছেন শুনা যাইতেছে যে গয়াধামে পিতার সপিণ্ডনাদি কর্ম্ম করণানন্তর কাশীধামে গমন করিবেন তথায় গিয়া পিতার অনুষ্ঠিত ইষ্টকনির্ম্মিত শিবালয়ে শিব স্থাপন করিয়া পুনরাগমন করিবেন। জনশ্রুতি হইয়াছে যে তদ্দেশে সপিণ্ডন ও শিবস্থাপন সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন এ বড় আশ্চর্য্য নহে যেহেতুক শ্রীশ্রী৺ প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও সৎসভাবান্বিত বটেন এবং দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্মে ব্যয় করিতে কোনমতে কাতর নহেন তাহা

পিতার আদ্যকৃত্য করণেই তাবতে বিদিত আছেন সেখানকার কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে তাহার বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিব। সং কৌং

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪)

প্রেরিত পত্র। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের শ্রাদ্ধ।—গত ২৮ ভাদ্র বুধবার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তদ্বিবরণ স্থূল বর্ণন করিয়া কএক পংক্তি প্রেরণ করি সম্বাদপত্রের এক দেশে স্থান দিবেন শ্রাদ্ধ অতিসমারোহপূর্ব্বক হইয়াছে রজত নির্মিতাষ্ট যোড়শ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত তদনুরূপ পর্য্যঙ্ক দুগ্ধফেণান্তকৃত চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রে কিবা আশ্চর্য্য শয্যায় সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং রৌপ্যদানাদির মধ্যবর্ত্তি মকমলনির্ম্মিত চমৎকৃত মছলন্দ বিস্তৃত তদুভয় পার্শ্বে পিত্তল কলসে এবং থারি ঝারি সারিসারি শ্রেণীপূর্ব্বক রাখিয়া এই সকল দানাদির তিনদিগে উপবেশাসন প্রদান করা গিয়াছিল তদুপরি এক পার্শ্বে গোস্বামিবর্গ এবং তদুত্তরে মহামহোপাধ্যায়াধ্যাপক ভট্টাচার্য্য এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ কুলীন ও কুল শ্রান্ত শ্রোত্রীয় বংশজ ঠাকুর মহাশয়েরা গোষ্ঠীপতি বেষ্টিত হইয়া ধারামত বসিয়া কিবা সভার শোভা করিয়াছিলেন এবং দানসমূহের সম্মুখবর্ত্তি দলপতি ও তাঁহার দলস্থ সমস্ত কায়স্থ এবং কর্ম্মকর্ত্তার স্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধববর্গ বসিয়াছিলেন অন্যান্য দিগে গায়ক বাদক সংকীর্ত্তনাদি করিতেছে স্তুতি পাঠক ভাট বাক্কৌশলাদি করিতেছে সভার মধ্যে এক২ স্থানে দানাদি রক্ষার্থে শান্ত্রি দণ্ডায়মান আছে এবং কর্ম্মকর্ত্তা মন্ত্রি সমভিব্যাহারে বসিয়া দানোৎসর্গ করিতেছেন ইহাতে সভার শোভার সীমা হইয়াছিল।

এমত সময়ে সমাচার পাওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আগমনাভাব হইল তাহার কারণ দলাদলি প্রতিবন্ধক ইহাতে দলপতি দুঃখিত হইলেন না কেননা আপন২ দলের গণেরদিগের এইপ্রকার আটক করিতে হয় নচেৎ দলের আঁটি থাকে না কিন্তু ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তার মনে খেদ জন্মিয়া থাকিবেক যেহেতু সকল দলের অধ্যাপক-দিগকে দান দ্বারা সন্তোষ করিবেন মানস ছিল তাহা সম্পন্ন হইল না এক্ষণে শুনিতে পাই যে অধ্যাপকদিগের বিদায় আরম্ভ হইয়াছে একশত টাকা প্রধান দান এই নিয়ম হইয়া ধারাবাহিক বিদায় করিতেছেন ইহার বিশেষ অবগত হইয়া আগামিতে লিখিয়া পাঠাইব কাঙ্গালিদিগকে।০ ॥০ আনা করিয়া দান করিয়াছেন অপর শুনিলাম যে যে সকল অধ্যাপক ঐ শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে মাসিক শ্রাদ্ধেও নিমন্ত্রণ করিবেন। সং চং।

(২০ মার্চ ১৮৩০। ৮ চৈত্র ১২৩৬)

গয়ায় শ্রাদ্ধের ঘটা।—গয়াধামের গত ২০ ফাল্গুণের পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে ৺মহারাজ অমৃতরাও পেশোয়ার পুত্র শ্রীযুত মহারাজা বিনায়ক রাও পেশোয়া সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত ৺ গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন তদ্বিশেষ লেখা অত্যন্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত স্থূল লিখিতেছি শ্রীশ্রী৺ গদাধরের পাদপদ্মে ১০০ স্বর্ণ পুত্তলিকা ওজন ৬০ তোলা স্বর্ণ তুলসীপত্র এবং তুলসীমঞ্জরী

আর হীরার কলিকা ১০০ জরির হাসিয়া পাল্লাদার দোশালা ৩ এই সকল দ্রব্য দিয়া পূজাপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিয়া দক্ষিণা এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা দিলেন পরে অক্ষয়বটমূলে শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ হাজার টাকা দক্ষিণা দিলেন আর২ দ্রব্য ও ব্রাহ্মণাভাজনের পরিপাটীর কি লিখিব দক্ষিণার সংখ্যা বিবেচনায় বিবেচনা করিবেন তথাকার গয়ালিরা কহেন যে এতাদৃশ ঘটাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দুই শত বৎসরের মধ্যে কেহ করেন নাই যাহা হউক এক ব্রাহ্মণকে একেবারে অদৈন্য ও অযাচক করিয়া দিয়াছেন। সং চং

(১১ জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫)

সহমরণ।—কএক দিবস হইল দুই জন ইংগ্লণ্ডীয় কলিকাতাহইতে পশ্চিম যাইতেছিল কোননগর পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানে অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকাহইতে নামিয়া দেখিল যে এক জন যোগীর স্ত্রী সহমরণ যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে। পরে দেখিল একটা গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে মৃত পুরুষকে রাখিল পরে ঐ স্ত্রী সেই গর্ত্তমধ্যে দাঁড়াইল তাহার উনিশ বৎসরবয়স্ক পুত্র সেই গর্ত্তে তিন বার মৃত্তিকা দিল পরে অন্য লোকে মৃত্তিকা দিয়া ডুবাইল পরে সেই বালক পিতৃমাতৃ বিয়োগে কাতর না হইয়া কুটুম্বেরদিগের সহিত ঐ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন বিবরণ কহিল ও কুটুম্বেরদিগের পরিচয় দিল। পূর্ব্বে চন্দন নগরের নিকটে এমত একটা হইয়াছিল তখন জানিয়াছিলাম দৈবাৎ একটা হইল আর এমত হবে না কিন্তু এখন অন্য ও দেখা যায়।

(৮ জানুয়ারি ১৮২০। ২৫ পৌষ ১২২৬)

সহমরণ।—…হরচন্দ্র মখোপাধ্যায় প্রধান কুলীন তিনি মাতামহ সম্পর্কে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তি মোং বল্লভপুরে বাস করিতেন তাহার বিবাহ অনেক ছিল সংপ্রতি ৬ জানুআরি ২৩ পৌষ বৃহস্পতিবারে তাহার পর লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে পবে তাহার দুই পত্নী সহগমন করিয়াছেন তাহারদের মধ্যে একজনের বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসব আর এক জনের বয়ঃক্রম সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল।

(৭ এপ্রিল ১৮২১। ২৬ চৈত্র ১২২৭)

সহমরণ।—গত মহাবারুণী যোগে উড়িষ্যা প্রদেশের অনেক লোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে মোং বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী প্রভৃতি পরিজন সমেত রহিয়াছিল দৈবাৎ শনিবারে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই রাত্রিতে তাহার পীড়া হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইল। পর দিন রবিবার তাহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে নিশ্চয় করিয়া ঐ মোকামে গঙ্গাতীরে চারি দিকে চারি হস্ত প্রমাণে এক কুণ্ড কাটাইল। ও ঐ কুণ্ড কাষ্ঠ ও চন্দন কাষ্ঠ ও ধুনা ও আর২ সুগন্ধি মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। পরে ঐ কুণ্ডের অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত

হইল দেখিয়া আপন মৃত স্বামির শরীর ঐ প্রজ্বলিত কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ঐ স্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া ও সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত কক্ষদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প দিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল তাহার আত্মীয় লোকেরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

এতাদৃশ সহমরণ ব্যবহার এতদ্দেশে নাই তৎপ্রযুক্ত বিশেষ করিয়া লিখা গেল।

(৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮)

সহমরণ।—দুই সপ্তাহ হইল জিলা বর্দ্ধমানের পূর্ব্বস্থলী গ্রামের শ্যামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার স্ত্রী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা তাঁহার সহিত মোকাম গোপীপুরের গঙ্গার তীরে চিতারোহণ করিয়া আত্ম শরীর পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহারদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান আছে।

(১৮ আগষ্ট ১৮২১। ৪ ভাদ্র ১২২৮)

সহমরণ।—এই সহমরণবিবরণ এক সাহেবের পত্র প্রমাণে মোং কলিকাতার ইংরেজী সমাচারপত্রে ছাপা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমরাও ছাপা করিতেছি কিন্তু কোন মোকামে ও কোন লোকের মধ্যে তাহা লিখিত নাই। কোন স্থানে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পর তাহার ত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমন করণার্থে আজ্ঞাপেক্ষা করিয়া তথাকার জজ সাহেবের নিকটে আসিয়াছিল পরে বৈকাল বেলাতে শ্রীযুত জজ সাহেব ও যে সাহেব এই পত্র লিখিয়াছেন এই দুই জন একত্র হইয়া তাহার বাটীতে গেলেন যে বাটীতে তাহার মৃত প্রাণপতি ছিল সে বাটীতে সে স্ত্রী ছিল না যেহেতুক চারি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য হইয়াছিল। সাহেবেরা সেখানে দেখিলেন যে ঐ স্ত্রী হরিদ্রা মাখিয়া আম্রশাখা হস্তে করিয়া ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া আছে। জজ সাহেব ঐ স্ত্রীকে কহিলেন যে আমি তোমার সহিত কিঞ্চিৎ কথা কহিতে বাসনা করি। তাহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী আপনি জজ সাহেবের নিকটে আইল।

সাহেব বিনয় পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন যে তুমি দগ্ধা হইয়া মরিলে আত্মঘাতিনী হইবা অতএব দগ্ধা হইয়া মরণে ক্ষান্তা হও তোমার বংশ্যেরা তোমাকে অনাদর করিবে ইহা মনে করিয়া চিন্তা করিও না আমি তোমার স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিব ও যাবজ্জীবন তোমার ভক্ষ্য পরিচ্ছদ দিব। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী স্থিররূপে সবিনয় কহিল যে হে কোম্পানি আমি যাহাতে অন্তে সুখ পাই সেরূপ অনুমতি কর আমি তিন জন্ম এই স্বামির সহিত সহগমন করিয়াছি। এই কথোপকথন হইতেং সূর্য্যাস্ত হইল তখন জজ সাহেব কহিলেন যে এখন কি করিবা। তাহাতে সে স্ত্রী কহিল যে অদ্য রাত্রি হইল অদ্য হইবে না কল্য সূর্য্যোদয় হইলে সহগমন করিব। তখন সাহেব ঐ স্ত্রীর নিকটে নেগাহবান লোক রাখিয়া স্বস্থানে গেলেন। কারণ সে স্ত্রী কোহন মাদক দ্রব্য ভক্ষণ না করে। পরে তাহার আত্মীয় বর্গেরা সে মৃত শরীর সেই স্থানে আনিল এবং আপনি মৃত স্বামির সহিত বসিয়া পূর্ব্ববৎ জাগরণে সে কামিনী যামিনী প্রভাত করিল।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাহার বন্ধু লোকেরা সহমরণোদ্যোগ করিতে লাগিল ও এক খট্টা আনিয়া তাহাতে ঐ শব রাখিল এবং ঐ স্ত্রী সে খাটে শব সন্নিকটে বসিল। পরে আত্মীয়াবর্গেরা ঐ খট্টা স্কন্ধে করিয়া শ্মসানে লইয়া গেল। সেখানে আর কোন ব্রাহ্মণ ছিল না কেবল চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক এক ব্রাহ্মণবালক ছিল সেই মন্ত্রাদি পাঠ করাইল। পরে ঐ স্ত্রী হরিধ্বনি করিয়া স্থিরভাবে চিতারোহণ করিল তখনও দ্বিতীয় সাহেব তাহাকে টাকা ও ঘর ও পালকী দিতে চাহিলেন তাহাতে সে স্ত্রী উত্তর করিল যে আমি এই পালকীতে আরোহণ করিলাম ইহা কহিয়া ঐ মৃতস্বামিকে কোলে করিয়া চিতাতে শয়ন করিল তাহাকে কেহ ধরিল না ও বান্ধিল না ও চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তাহাতে তাহার অঙ্গস্পন্দও হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল। ঐ সাহেব আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আপন স্থানে গেলেন।

(২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯)

সহগমন।।—ওলাউঠা রোগে অনেক বাঙ্গালি মরিয়াছে তাহার মধ্যে ঐ [গয়া] মোকামে এক ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার স্ত্রী সহগমনে উদ্যতা হইল তাহাতে গয়ার জজ শ্রীযুত মেং কিরিষ্টফর স্মিথ সাহেব গিয়া তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন তাহাতে সে ব্রাহ্মণী আপন অঙ্গুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা দেখাইল তাহা দেখিয়া জজ সাহেব আজ্ঞা দিলেন যে তোমার যে ইচ্ছা তাহা করহ। পরে সে স্ত্রী সহগমন করিল।

(২ আগষ্ট ১৮২৩। ১৯ শ্রাবণ ১২৩০)

সহমরণ।—১৪ শ্রাবণ সোমবার চাতরা গ্রামনিবাসি ষট পঞ্চাশদ্বৎসরবয়স্ক রামধন বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন তাহার পঞ্চত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী তৎসহগামিনী হইতে উদ্যতা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গেরা ও রাজসম্পর্কীয় লোকেরা নানা প্রকার নিবারণ করিল কিন্তু ঐ স্ত্রী সে সকল কথা কোন মতে গ্রাহ্য করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে মোং চাতরার ঘাটে সহমৃতা হইলেন।

(১৫ নভেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

সহমরণ।।—মোং কোননগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বশুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার জীবদবস্থাতে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্ত্তমানা ছিল। তাহারদের মধ্যে কেবল দুই স্ত্রী তাহার নিজ বাটীতে ছিল আর সকলে স্ব২ পিত্রালয়ে ছিল। ২১ কার্ত্তিক বুধবার ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার সকল শ্বশুর বাটীতে অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁসবাড়ীয়ার এক স্ত্রী ও নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারি জন

সহমরণোদ্যতা হইল। পরে সেখানকার দারোগা এই বিষয় সদর রিপোর্ট করিয়া সদরহইতে হুকুম আনাইতে দুই দিবস গত হইল পরে ২৩ কার্ত্তিক শুক্রবার তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নকালে হুকুম আইলে ঐ চারি জন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে। এই স্ত্রীরদের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত হইবেক।

(১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০)

সহগমন।—শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসি পঞ্চানন বসুনামক এক ব্যক্তি বদ্ধিষ্ণু প্রাচীন কায়স্থ জ্বরবিকারে অসুস্থ হইয়া ৩ চৈত্র পরলোকগামী হওয়াতে তাঁহার দুই স্ত্রী তৎসহগামিনী হইয়াছেন।

(২৯ মে ১৮২৪। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩১)

সহমরণ॥—শুনা গেল যে বংশবাটিনিবাসি গণেশ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য জ্বরবিকারে পীড়িত হইয়া ৩ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পরলোকগামী হইয়াছেন তাহার স্ত্রী তৎসহগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বৎসর হইবেক ইনি ন্যায় শাস্ত্রেতে উত্তম পণ্ডিত ছিলেন।

(২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ শ্রাবণ ১২৩১)

শ্রীক্ষেত্র।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পুরীতে এক স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু ঐ স্ত্রী তিনবার প্রদক্ষিণ না করিয়া একবারমাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছে। তাহার স্বামী এক সম্ভ্রান্ত তালুকদার এবং ঐ জিলার মধ্যে তাহার অনেক ভূমিও আছে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান সত্তরি বৎসর হইবেক। দুই বৎসরাবধি এই ব্যক্তি পক্ষাঘাত রোগেতে পীড়িত থাকিয়া মরণের দুই তিন মাস পূর্ব্বে আপন মৃত্যুকাল নিকট জানিয়া পুরীতে আসিয়াছিল। তাহার স্ত্রীর বয়ঃক্রম অনুমান ষাটি বৎসর হইবেক।

বঙ্গদেশে যেরূপে স্ত্রী লোকেরা সহগমন করে সে স্থানে সেরূপ নয় তাহারা প্রথম মৃত্তিকার মধ্যে এক কুণ্ড খনন করিয়া তাহাতে কতক কাষ্ঠ সাজায় ও তদুপরি ঐ শব শোয়াইয়া বিধ্যনুসারে অগ্নি দেয় এবং যখন অগ্নি অতিপ্রজ্বলিত হইয়া উঠে তখন সতী সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করে তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে অর্থাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইলে লোকেরা ঐ কুণ্ডের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া স্ত্রীপুরুষকে কুণ্ডহইতে বাহির করে এবং ঐ কুণ্ডের নিকট দুই চিতা করিয়া দুই শরীর পৃথক করিয়া দাহ করে। কুণ্ডহইতে উঠাইয়া পৃথক২ দাহ করিবার কারণ এই যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে পুত্রেরা অস্থি লইয়া গিয়া গঙ্গাতে সমর্পণ করে যদি কুণ্ডহইতে না উঠায় তবে অস্থি পাওয়া যায় না এইপ্রযুক্ত এরূপ করে। এই ব্যবহার কেবল পুরীর মধ্যে আছে অন্যত্র কোথাও নাই।

(১৩ নবেম্বর ১৮২৪ । ২৯ কার্ত্তিক ১২৩১)

সহগমন।—লখিপুরনিবাসি আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক এক জন প্রধান লোক রোগবিশেষে আপন আয়ুঃশেষ জানিয়া কালীঘাটে আগমনপূর্ব্বক সুরধুনী তীরে তিন দিবস বাস করিয়া সাময়িক বিহিত ক্রিয়ায় কালক্ষেপণানন্তর ১৭ কার্ত্তিক সোমবার রাত্রিকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসব হইয়াছিল তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জানিয়া তৎসহগামিনী হইয়াছেন। সং কৌং

(২৭ আগষ্ট ১৮২৫। ১৩ ভাদ্র ১২৩২)

সহগমন॥—সিমল্যানিবাসি ফকিরচন্দ্র বসু ১ ভাদ্র সোমবার ওলাউঠারোগে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৬ বৎসর হইয়াছিল তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীমদনমোহন সেনের কন্যা তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাতিরেক ২২ বৎসর হইবেক এবং সন্তান হয় নাই। ঐ পতিব্রতা স্ত্রী রাজাজ্ঞানুরোধে দুই দিবস অপেক্ষা করিয়া বুধবার প্রাতে সুরের বাজারের নিকট সুরধুনী তীরে স্বামিশবসহ জ্বলচ্চিতারোহণপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ পুরঃসর পরলোক গমন করিয়াছে।

(৫ মে ১৮২৭। ২৩ বৈশাখ ১২৩৪)

শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—পূর্ব্বে সহমরণ ও অনুমরণের বিষয়ে অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকদ্বারা বহুবিধ বিচার ও উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছে এক্ষণে যদ্যপি তাবতেই এককালে ক্ষান্ত হইয়াছেন (পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ে কোন বাক্যব্যয় করণ ঐ পণ্ডিত বিচক্ষণগণকে সুপ্তদশাহইতে জাগ্রৎ করণ) তথাপি অদ্ভুত সমাচার অপ্রকাশ রাখা এবং বৃহৎ আড়ম্বর দেখাইয়া এককালে নিরস্ত হওন উচিতবক্তার অনুচিত এ কারণ মহাশয়ের সুবিবেচক পাঠকদিগের নিমিত্তে এই আশ্চর্য্য সমাচাররূপ ডালি পাঠাইতেছি…।

হালিশহর পরগণার গরিফা গ্রামে ২২ বৈশাখে এক ব্রাহ্মণের কন্যা ২২ বৎসরবয়স্কা নিজপতির শবের ক্রোড়ে সতী হইয়াছে তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমি অজ্ঞাত কিন্তু তাহার তৎকালের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া চিত্ত আর্দ্র হইল। নরবলি গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ ও রথের চাকার নীচে গাত্র ঢালন পর্ব্বে ছিল তাহাহইতে ভয়ানক সহমরণ অনুমরণ ভদ্রলোকের দর্শনে বোধ হয় কারণ অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রোপদেশদ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এরূপ উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাণ সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্তধারণপূর্ব্বক ঘূর্ণপাকে ৭ সাতবার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জ্বলদগ্নিতে দগ্ধ করণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ না শুনিতে পায় এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্দ্দয়িক মনুষ্যের কর্ম্ম এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি

লোক সকলেই দোষী হইতেছেন শাস্ত্রের ভাল মন্দ পরমেশ্বর জানেন আপাতত শাস্ত্র দেখাইয়া এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন কিম্বা করাণ বিশিষ্ট লোকের অনুচিত ইতি। টীকাকারকস্য।

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬)

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিএম কেবেণ্ডিশ বেন্টিঙ্ক গবরনর জনরেল বাহাদুর ইন কৌনসেল মহামহিমেষু ফোর্ট উলিএম।

পরের নাম লিখিত কলিকাতা নগরস্থায়ি এবং তন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসিরা শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারে প্রফুল্ল অন্তঃকরণ সহিত এবং প্রচুর সম্ভ্রম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছে যে শ্রীলশ্রীযুতের অনুমতিক্রমে সমীপস্থ হইয়া হিন্দু প্রজাদের স্ত্রী পরম্পরার জীবন রক্ষার নিমিত্ত মহামহিম ইদানীন্তন যে উপাদেয় নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীবধকলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারী রূপ দুর্নাম হইতে চিরকালজন্য এ শরণাগত প্রজারদিগ্‌গে মোচন করিতে যে করুণাযুক্ত হইয়া যে সুসিদ্ধ যত্ন করিয়াছেন সেই পরমোপকারের পুনঃ২ স্বীকার নম্রতাপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুতের সাক্ষাতে করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। হিন্দু প্রধানেরা আপন২ স্ত্রী পরম্পরার প্রতি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পরস্পর নির্ব্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লঙ্ঘন এবং অবলা জাতির রক্ষণা বেক্ষণ যে পুরুষের নিয়ত ধর্ম্ম তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া বিধবারা উত্তরকালে কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হইতে পান তন্নিমিত্ত আপনাদের অবাধিত ক্ষমতার উপর নির্ভরপূর্ব্বক ধর্ম্মছলে সজীব বিধবারা যে স্বামির মরণের পরেই শোকের ও নৈরাশ্যের প্রথম উন্মুখে আপন২ শরীর দগ্ধ করেন এই রীতি চলিত করিলেন। ওই স্ত্রী পরম্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর এবং পরানুগামি ইতর লোকের ও অত্যন্ত মনোনীত হইবাতে তাহারা ও তদনুরূপ ব্যবহারে ঝটিতি প্রবর্ত্ত হইয়া আপনারদের অত্যন্ত মান্য শাস্ত্র উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাকে অবহেলন করিয়া এবং ভগবান মনু যিনি প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা হন তাঁহার যে আজ্ঞা অর্থাৎ ক্ষমাঅবলম্বন তপোরূপ ধর্ম্মযাজন আর আপনাকে কায়িক সুখ হইতে রহিত করণইত্যাদি ধর্ম্ম আমরণান্ত বিধবা করিতে থাকিবেন ৫ অধ্যায় ১৫৮ শ্লোক, তাহাকে ও তুচ্ছ করিলেন। বাস্তবিক ইহারা স্ত্রী পরম্পরার প্রতি আপন২ সন্দিগ্ধান্তঃকরণের সান্ত্বনার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহারে উদ্যত হইলেন কিন্তু লোকেতে এমত গর্হিত কর্ম্ম হইতে আপনাদিগ্‌গে নির্দ্দোষ করিবার মিথ্যা বাসনায় সাক্ষাৎ দুর্ব্বল শাস্ত্রের কতিপয় বচন যাহাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাকে স্বামির জলচ্চিতারোহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেন যেন তাঁহারা এরূপ স্ত্রীদাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে করিতেছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহে মুগ্ধ হইয়া করেন নাই॥ বস্তুত ইহা অতিশয় সৌভাগ্য যে শ্রীলশ্রীযুত ইংলণ্ডীয় এতদ্দেশাধিপতিরা যাঁহাদের আশ্রয়ে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ এদেশীয় স্ত্রী পুরুষ তাবৎ প্রজাদের জীবন সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয় রূপ জানিলেন যে ওই সকল দুর্ব্বল শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবাদিগ্‌গে ইচ্ছাপূর্ব্বক জলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কার্য্যের দ্বারা অমান্য করিতেছিলেন এবং ওই সকল বচনের শব্দের ও তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ মতে অন্যথা

করিয়া পতিবিহীনাদের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ওই বিহ্বলাদের দাহকালীন তাহাদিগ্গে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং তাহারা চিতা হইতে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত তদোগা রাশীকৃত তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহাদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন মনুষ্য স্বভাবের ও করুণার সর্ব্বথা বিরুদ্ধ এই ব্যাপার ভূরি স্থানে পুলিসের সংক্রান্ত আমলা যাহারা প্রাণিব রক্ষার ও লোকের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে ব্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদেব অস্পষ্ট অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছিল।

অনেকস্থলে যেখানে সক্ষম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিসের এতদ্দেশীয় আমলারা আপন২ ইচ্ছানুরূপ আচরণে নিবারিত ছিল কেহ২ বিধবা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়া চিতাহইতে পলায়নপূর্ব্বক আপন প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন কেহ২ বা ভয়ঙ্কব ব্যাপার দেখিয়া চিতার নিকট হইতে নিবর্ত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহারদের প্রবর্ত্তকদের মরণ তুল্য নৈরাশ জন্মিল। কোন স্থানে বিধবাদিগগে এরূপ মরণ উচিত নহে ইহা বিশেষ মতে বোধগম্য করাতে এবং তাঁহাদের রক্ষার ও যাবজ্জীবন প্রতিপালনের অঙ্গীকাব করিবাতে তাঁহারা আপনারদেব জ্ঞাতি ও আত্মীয়কর্ত্তৃক ভৎর্সন রাশিকে আপনাদের উপব স্বীকার করিয়াও সহমরণ হইতে নিবর্ত্তা হইয়াছেন। তাবৎ সহমরণ ঘটিত ব্যাপার যাহা স্বয়ং অতিদারুণ ও কুৎসিৎ এবং ইংলণ্ডীয় অধিকাবের নীতির অতি বিরুদ্ধ তাহার প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুত কৌন্সলে বিচাব ও করুণা উভয় প্রদর্শিত নীতির বিশেষানুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয় নামের মহিমা সূচনার্থ আবশ্যক কর্ত্তব্য বোধ এই২ নিয়মকে নির্দ্ধারিত করিলেন যে শ্রীলশ্রীযুতের হিন্দুপ্রজাদের স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষা অধিক যত্ন পূর্ব্বক করিতে হইবেক এবং স্ত্রীলোক প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার অতিশয় পাতক পুনর্ব্বার আর হইতে না পায় এবং হিন্দুদের অতি প্রাচীন পরম পবিত্র ধর্ম্মকে তাঁহারা নিজে যেন তুচ্ছ না করেণ। সম্প্রতিক এ অধীনদেব জ্ঞাতসার হইল যে ওই আজ্ঞানুসারে মেজেষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্থাপিত হইয়াছে যে সর্ব্বোপায়ের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুতের আজ্ঞাকে প্রতিপালন করেণ।

শ্রীলশ্রীযুতেব মহোচ্চপদের নিয়মের বিবেচনা করিয়া এ শরণাগত প্রজারা আপনাদের অন্তঃকরণের ভাবকে কোন প্রকাশিত সম্মানের চিহ্ন যাহা এমত স্থানে ব্যবহার্য্য হয় তদ্দারা দর্শাইতে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু এ অধীনদের অন্তঃকরণ ও ধর্ম্ম বারম্বার আজ্ঞা দিতেছেন যে এ শরণাগতরা অন্তঃকরণের ভাব যাহা তাবত হিন্দুর প্রতি পরমানুগ্রাহক শ্রীলশ্রীযুতের এই চিরস্থায়ি মহোপকার কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণ বিজ্ঞপ্তি করা যায়; যদি এ সময় এ শরণাগতরা তাচ্ছল্যপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করে তবে সর্ব্বথা কৃতঘ্ন ও প্রবঞ্চক রূপে গণিত হইতে হইবেক এ নিমিত্ত এ অধীনেরা এ নিবেদন পত্রাকে এই প্রার্থনা দ্বারা সমাপ্তি করিতেছে যে এ অধীনদের সর্ব্বান্তঃকরণ সহিত শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকার রূপ উপহার, যাহা যদ্যপি ও শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের যোগ্য হয় না তাহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রাহ্য করেন। ও যাঁহারা শ্রীলশ্রীযুতের এই পরম অনুগ্রহকে এ অধীনদের সহিত তুল্য রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন

অথচ এই সর্ব্বসাধারণ কর্ম্মে অজ্ঞতা অথবা অসংস্কার প্রযুক্ত অধীনদের সহিত ঐক্য হইলেন নাই তাঁহাদের এই ঔদাস্যকে কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করেণ সবিনয় নিবেদন মিতি।

কালীনাথ রায় চৌধুরী
রামমোহন রায়
দ্বারকানাথ ঠাকুর
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
ইত্যাদি

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক আইন দ্বারা সহমরণ রহিত করিলে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য ১৮৩০ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে রাজা রামমোহন রায়, কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হন। তথায় কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রথমে অভিনন্দনপত্রখানি বাংলা ভাষায় পাঠ করেন; পরে উহার ইংরেজী তর্জমাও পঠিত হয়। দুইখানি অভিনন্দনপত্রই ১৮৩০, ১৮ই জানুয়ারি তারিখের *Government Gazette* পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অভিনন্দনপত্র রামমোহন রায়ের রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন; ইহার ইংরেজী অংশ রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বাংলা অংশ ইতিপূর্ব্বে কোথাও মুদ্রিত হয় নাই।

(১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬)

মহরমের উৎসব।—মহরমের উৎসব সংপ্রতি সমাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু পাঠকবর্গের মধ্যে হইতে পারে যে কেহ২ ইহার মূল সুজ্ঞাত না হইয়া থাকিবেন অতএব গত সোমবারের গবরনরমেণ্ট গেজেটহইতে তাহার চুম্বক লইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।

এই উৎসব মহম্মদের পৌত্র কালিফালীর ফতেমা নাম্নী স্ত্রীজাত পুত্র হাসন হোসেনের মরণের স্মরণার্থে স্থাপিত হইয়াছে। পৈগম্বরের পৌত্রেরা পৈগম্বরের সগোত্রজপ্রযুক্ত এবং তাঁহার ক্রোড়ে দোলিত হওয়াপ্রযুক্ত সর্ব্ব লোককর্তৃক বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন। ৬৮০ সালে দমাসকসের নির্দ্দয় রাজা য়েজীদের প্রতিকূলে আপনার দাওয়া সংস্থাপনের উদ্যোগে হোসেন মারা পড়িলেন। এই বধে মুসলমান মতাবলম্বিরদের এক বিচ্ছেদ হইল এবং তৎকালাবধি মুসলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত হইয়াছে প্রথমতঃ সনি তাহারা আপনারদিগকে মুসলমানেরদের মধ্যে দক্ষিণাচারী জ্ঞান করে দ্বিতীয়তঃ সীয় অর্থাৎ আলী ও তাহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মতানুযায়ী হোসেন আপনার স্ত্রীকর্তৃক হত হন তিনি য়েজীদের পরামর্শে তাঁহাকে বিষ প্রদান করেন।

দুই ভ্রাতার যে উৎসব তাহা প্রায় দশ দিন ব্যাপিয়া থাকে প্রত্যেক দিবসের স্বতন্ত্র২ পদ্ধতি আছে তাহা উত্তম ভাষায় রচিত এবং তাহাতে উভয় ভ্রাতার যন্ত্রণা অতিকোমলরূপে বর্ণিত আছে। পারসীদেশেতে এ উৎসবে যেরূপ ব্যবহার আছে তাহার বিপরীত এই উৎসবের রীতি বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র প্রচার হয়। তদ্দেশে তাহা দেশঘটিত শোকসূচক উৎসবের ন্যায় দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় তামাসার ন্যায় দেখা যায় এতদ্দেশে মুসলমানেরা আপনারদের সামান্য

পরিচ্ছদেতে পরিচ্ছন্ন হইয়া ইতস্ততো বাদ্য ও ধ্বজা লইয়া ভ্রমণ করে পারসীদেশে প্রত্যেক ব্যক্তি ধনবান হউক কি নাই বা হউক শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করে।

এই উৎসবের শেষ সমারোহ কলিকাতাস্থ আগাকরবুলাই মহম্মদ প্রতিরাত্রিতে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান গৃহে উভয় ভ্রাতার সাম্বৎসরিক উৎসব করণার্থে কতক পারসী দেশস্থ লোকেরদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদ্‌গৃহের গন্তব্য পথ মশালেতে সুশোভিত হইয়াছিল এবং যে সাহেব ও বিবি লোক সেই উৎসব দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন তাহারদের গাড়িতে পরিপূর্ণ ছিল।

ইউরোপ জাতীয়েরা এই উৎসবে উপস্থিত হইতে যে অনুমতি পান তাহার এই কারণ জনশ্রুতিতে আছে যে য়েজীদ যৎসময়ে উভয় ভ্রাতাকে বধকরণের মনস্থ করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তাহার দরবারে দৈবাৎ উপস্থিত এক খ্রীষ্টীয়ান উকীল তাহারদের প্রাণ রক্ষার বিষয়ে বিস্তর মিনতি করিলেন।

(৯ অক্টোবর ১৮১৯। ২৪ আশ্বিন ১২২৬)

মুরশেদাবাদ।—১০ সেপ্তম্বর বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অন্য২ স্থানে যে পাঁচ তোপ ছিল তাহাও এক কালে ছোড়া গেল তোপ ছাড়িবামাত্র গঙ্গার ওপারে রৌশনী বাগ নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জ্বালাইল এবং জলের উপর যে সকল ছোট২ ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও ঐ সময় জ্বালাইল শেষে প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মত নিৰ্ম্মিত প্রথম জলের উপর মাড়বান্ধা তাহার উপর ঘর সে ঘরের চতুর্দ্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি দ্বার এবং চারি কোণে চারিটা চূড়া এই সকল কেবল বাতিতে নিৰ্ম্মিত। এবং কোন২ স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অভ্রেতে বিচিত্র তাহার চারি দ্বারে চারি জন লোক গন্ধক জ্বালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যখন এই সকল বাতি জ্বালাইয়া ঐ ভেলা ভাসাইয়া দিল তখন অত্যন্ত শোভা করিয়া গঙ্গার উপরে গমন করিতে লাগিল এবং নবাবের ঘরের নিকট পঁহুছিলে তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল সে সকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে অনেক লোকের সহিত একত্র খানা খাইলেন।

ধৰ্ম্মব্যবস্থা

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২১ ভাদ্র ১২৩৬)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—মহাশয়ের ৪০৮ সংখ্যক চন্দ্রিকায় প্রকাশিত যথার্থবাদিন ইতি স্বাক্ষরিত এক প্রেরিত পত্রে দেখিলাম যে কোন মহাশয় শ্রীশ্রীযুত জগন্নাথ

দেবের এতদ্দেশীয় প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাস দেবল ব্রাহ্মণদ্বারা নিবেদিত ও তৎস্পৃষ্ট ভক্ত ভক্তিভাবে ভোজন করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে তৎপ্রতি কোন ব্যক্তি কোন উক্তি করাতে ঐ ভক্ত ভোক্তা ভক্ত রাগাসক্ত হইয়া যাহা শিষ্টেরদিগের সর্ব্বথা অযুক্ত তাহাই তাহার উপর উক্ত করিয়াছেন ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে···শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে দেবল ব্রাহ্মণ উপপাতকী তদন্নভোজী প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় যদ্যপি নিবেদিতে দোষাভাব কহেন তথাপি অন্নাতিরিক্ত দ্রব্যে তাহা কহিতে হইবেক কেননা নিবেদিতা নিবেদিত সাধারণ তদন্নভোজনেই প্রায়শ্চিত্ত বিধি দৃষ্ট হইতেছে অতএব দেবসেবোপজীবি ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য হয় তাহা সতের বিবেচনাতেই বিবেচিত হইবেক।

ধর্ম্মস্থান

(২৪ জুলাই ১৮১৯ । ১০ শ্রাবণ ১২২৬)

কাশীর প্রাচীন কথা।—কাশী নগরে অনুমান আট লক্ষ লোক আছে। দশ বৎসর হইল কাশীতে হিন্দু ও মুসলমানের বড় বিরোধ হইয়াছিল মুসলমানেরা হিন্দুরদের দেবালয়ে গোহত্যা করিল তাহাতে হিন্দুরা কোপাবিষ্ট হইয়া মুসলমানেরদের এক প্রধান মসজিদ্ ইদগা সেখানে এক শূকরকে মারিয়া ফেলিল তাহারদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহারদের কোরাণ ছিঁড়িয়া আপন২ পায়ের নীচে রাখিল। মুসলমানেরা ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দুরদের প্রধান মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও কালভৈরবের জাঁতা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও পুনর্ব্বার সেখানে আর একটা গোহত্যা করিল ও তাহার রক্ত সর্ব্বত্র ছিটাইল ও সে মৃত গো এক পবিত্র পুষ্করিণীতে ফেলিল। পরে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনারদের শক্তিপর্য্যন্ত মুসলমানেরদিগকে মারিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আপনারদের সৈন্যদ্বারা উভয় পক্ষে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

(৮ এপ্রিল ১৮২০ । ২৮ চৈত্র ১২২৬)

গঙ্গাসাগর।—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন প্রতিদিন কাটা যাইতেছে এবং দিনে২ লোক বসতির আশা বাড়িতেছে।

আমরা তিন চারি মাস হইল এই বিষয় কোন সমাচার দেই নাই কিন্তু ইহারি মধ্যে অনেক২ ইংগ্লণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা সেখানে অনেক ভূমি ক্রয় করিয়াছেন। যে সাহেব লোকেরা ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষ আছেন তাহারদের নিকটে কতক দিন হইল শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক এই যাচ্ঞা করিয়াছেন যে তাহারা গঙ্গাসাগর মোকামে কপিলদেবের আশ্রমের চতুর্দিকে পাঁচ শত বিঘা ভূমি তাহাকে দেন। এবং ঐ মল্লিক সে স্থানে এক মন্দির ও সে স্থানের ঘাট বান্ধা ও ব্রাহ্মণেরদের বেতন এইহ সকল খরচের কারণ লক্ষ টাকা দিতে কল্প করিয়াছেন। এবং ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরদিগকে তিনি কহিয়াছেন

যে এই২ ব্যয়ের কারণ লক্ষ টাকা আমি তোমারদের নিকটে অর্পিত করি তোমরা এই সকল খরচ করহ কেবল আমি ব্রাহ্মণেরদিগকে নিযুক্ত করিব তাহারদের বেতন তোমরা দিবা। এবং যদি এই খরচপত্র করিয়া লক্ষ টাকার কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হয় তবে কলাগছী অবধি গঙ্গাসাগরপর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা করা যাইবেক।

ইহার কারণ এই যে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা না বুঝেন যে মল্লিক আত্মলাভের নিমিত্ত এই রূপ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই রূপ হইলে গঙ্গাসাগর ক্রমেং শহর হইতে পারিবেক যেহেতুক ক্রেতা ও বিক্রেতা লোকেরদের দ্বারা শহর জন্মে। প্রথম ক্রেতা লোক বসতি করিলে সুতরাং বিক্রেতা লোকেরা সেখানে আপনারা যায়।

যদ্যপি ঐ সাহেব লোকেরা পাঁচ শত বিঘা ভূমি বিনা মূল্যে না দেন তবে মল্লিক অন্ততো উপযুক্ত মূল্য দিয়াও তাহা লইবেন। তিনি ঐ সাহেবেরদের নিকটে এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐ স্থানে তীর্থ করিবার নিমিত্ত যে যাত্রিকেরা যাইবেক তাহারদের স্থানে আপনি কিছু লাভ করিবেন না।

(৩০ ডিসেম্বর ১৮২০। ১৭ পৌষ ১২২৭)

দ্বারকা।—এই সপ্তাহে মোকাম কলিকাতাতে সমাচার আসিয়াছে যে গুকামণ্ডলের অন্তঃপাতী মহাতীর্থ স্থান দ্বারকাপুরী ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগতা হইয়াছে।...

(২৮ জুলাই ১৮২১। ১৪ শ্রাবণ ১২২৮)

জগন্নাথক্ষেত্র॥—জগন্নাথক্ষেত্রে পূর্ব্ব বৎসর যাত্রিক লোক অতিন্যূন গিয়াছিল তাহাতে সেখানকার অধিকারিরা ও আরং লোকেরা জ্ঞান করিয়াছিল যে আগামি বৎসর লোক অধিক হইবেক। কিন্তু এইক্ষণে সমাচার পাওয়া গেল যে পূর্ব্ব বৎসরহইতে এই বৎসর অতিন্যূন লোক হইয়াছিল। এবং দুর্ভিক্ষ ও ওলাউঠা রোগের দ্বারা সেখানকার লোক বিধ্বস্ত হইয়াছে এই বৎসর সেখানকার কোন লোক জগন্নাথ দেবের রথ টানে নাই ও সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অন্য কোন উপায়দ্বারা রথযাত্রা সমাপ্ত করিয়াছেন।

(৮ মে ১৮২৪। ২৭ বৈশাখ ১২৩১)

শ্রীক্ষেত্র।—১৮ মার্চ তারিখের এক সাহেবের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গত দোলযাত্রার সময় বন্দেলখণ্ডের রাজা অনেক লোক সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দেব দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন এবং জগন্নাথজীকে দর্শন করিয়া আট হাজার টাকা মূল্যের এক হার দিয়াছেন এবং ভোগের কারণ ও আরং দেবতারদের পূজার কারণ পাণ্ডারদিগকে পোনর হাজার টাকা দিয়াছেন ও দুঃখিরদিগকে কতক টাকা বিতরণ করিয়াছেন।...

(১৮ মে ১৮২২ । ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

ঐ [কাটোয়ার] পত্রেতে আরো সমাচার জানা গেল যে অগ্রদ্বীপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কূলভঙ্গেতে ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত পূর্ব্ববাটীর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ব মত বাটী প্রস্তুতা হইতেছে।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩ । ২০ মাঘ ১২২৯)

অনিণীত বলি ॥—মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার বাজারের উত্তরে কালীবাটীর নিজ পূর্ব্ব তেমাথা পথে ১৪ মাঘ রবিবার ২৬ জানুআরি গ্রহণ দিবসে রাত্রিকালে ১ রাঙ্গা বাছুর ও ১ বানর ও ১ কাল বিড়াল ও ১ শৃগাল ও ১ শূকর এই পাঁচ পশু কাটিয়াছে পর দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে এই পাঁচ জন্তুর শরীরমাত্র আছে কিন্তু মুণ্ড নাই ইহাতে অনুমান হয় যে মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কিছু জানা যায় নাই।

(১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

বক্রেশ্বর তীর্থ ॥—২৬ নবেম্বর তারিখে মেরকিউরি কাগজে বক্রেশ্বর তীর্থের বৃত্তান্ত বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে তাহার স্থূল আমরা তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করিতেছি।—

মোং বীরভূমির নিকট সিউড়ির পশ্চিম কএক ক্রোশ অন্তর বক্রেশ্বর শিবের এক মন্দির আছে সেই মন্দিরের নিকট চারি কুণ্ড আছে তাহাহইতে অনবরত উষ্ণোদক ফুটিয়া উঠিতেছে। ঐ কুণ্ড সকল চতুর্দিগে পাকা গজগিরি করিয়া বান্ধা এবং চারি দিগে ঘাট আছে। ঐ কুণ্ডহইতে সর্ব্বদা জল নির্গত হইয়া তাহার নিকট এক নদীতে পড়িতেছে কিন্তু তাহাতে কুণ্ডের জল কখন ন্যূনাধিক হয় না। কুণ্ড প্রায় চারি হস্ত পরিমাণ গভীর হইবেক তাহার জল এমত উষ্ণ যে লোক হাতে স্পর্শ ভিন্ন অবগাহন করিতে পারে না কিন্তু কোন শস্য দিলে সিদ্ধ হয় না ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে তাহার অতিনিকটে আর কএকটা কুণ্ড আছে তাহার জল অতিশীতল।

(২৭ মার্চ ১৮২৪ । ১৬ চৈত্র ১২৩০)

তারকেশ্বরের মহন্তের পুণ্য প্রকাশ।—শুনা গেল যে তারকেশ্বরনিবাসি শ্রীমন্তগিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিল তাহাতে জগন্নাথপুরনিবাসি রামসুন্দর-নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী তাহা জানিতে পারিয়া ২ চৈত্র শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্ব্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সন্ন্যাসী সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলের

উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণ বিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা এই সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে।

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮২৪ । ২৮ ভাদ্র ১২৩১)

ফাঁসী।—পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছিল যে তারকেশ্বরের মস্তরাম গিরি এক বেশ্যার উপপতিকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন তাহাতে জিলা হুগলির বিচারকর্ত্তারা তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার অস্বীকার করিলেন কিন্তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে শ্রীযুক্তেরা বহুতর আপেক্ষপূর্ব্বক ফাঁসী হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রীত্যনুসারে তাহার ফাঁসী হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত ফল প্রাপ্তি হইয়াছে।

(২৭ নভেম্বর ১৮১৯ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

কলিকাতা।—কলিকাতার বহুবাজারের কোম্পানির মদরসার নিকটে কোম্পানির এক গ্রিজা ঘর হইবেক তাহার আয়োজন হইতেছে এবং সে প্রস্তুত হইলে তাহাতে এক জন উপদেশক থাকিবে ও তাহার নিকটে এক ইংগ্লণ্ডীয় পাঠশালা হইবেক সেখানে অনেক বালক বিনামূল্যে বিদ্যা পাইবেক।

(১ জুন ১৮২২ । ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

গ্রিজাঘর ॥—সমাচাব জানা গেল যে কলিকাতার গড়ের মধ্যে চৌরাস্থাতে এক নূতন গ্রিজা ঘর হইবে এবং চৌরাস্থার চতুর্দিগে বৃক্ষ আছে তাহার ছায়াতে লোকেরা অনায়াসে যাতায়াত করিবেক এবং গ্রিজাতে সহস্র লোক বসিতে পারিবেক।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪ । ৪ আশ্বিন ১২৩১)

দিল্লী।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কর্ণল স্কিনর সাহেব দিল্লী শহরে এক গিরিজাঘর নির্ম্মাণ করাইবার কারণ বিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

(৮ জুন ১৮২২ । ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

জীসাহেব ॥—মোং বন্দেলখণ্ডহইতে সম্প্রতি এক সাহেব মোং কলিকাতাতে আসিয়াছেন তিনি এক প্রকার লোকের বিবরণ কহিলেন। ঐ সাহেব ১৮১৪ শালের মে মাসে মোং পান্নাতে গিয়াছিলেন সেখানে হীরার মহাজনেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলেন যে ঐ পান্নাতে জীসাহেবের মন্দির আছে। বৈকাল বেলা ঐ সাহেব আর২ সাহেবেরদিগকে সঙ্গে

করিয়া ঐ মন্দির দর্শনার্থ গেলেন কিন্তু সেখানকার অধিকারিরা জুতা পায়ে দিয়া মন্দিরের মধ্যে যাইতে দিল না। পরে সাহেবেরা জুতা খুলিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও দেখিলেন যে তাহারদের পূজাদি ব্যবহার সকল নানকপন্থিরদের মত।

এবং তাহারদের নিকটে ঐ জীসাহেবের বিবরণ শুনিলেন যে এক শত বৎসর পূর্ব্বে কোন এক বাদশাহ আপন উজীরকে এক দিন কহিলেন যে হিন্দু লোক কখনও মুসলমান হয় না। তাহাতে উজীর কহিল যে ভাল আমি হিন্দুকে মুসলমানের মধ্যে আনিতে পারি। ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ ধন লইয়া এক ছোকরা চেলাকে সঙ্গে করিয়া মোকাম পান্নাতে পঁহুছিল এবং ঐ চেলাদ্বারা আপনার বুজুরুকী প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহার বুজরুকী কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইলে কন্যা ভারাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল যে হে সাঁই সাহেব আমি শুনিয়াছি যে আপনি যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন অতএব আমি দায়গ্রস্ত আমি যেরূপে কিছু টাকা পাই তাহা করুন। ইহা শুনিয়া ঐ বুজরুক কহিল যে ভাল তুমি এখন যাও বৈকালে আসিও। ইহা কহিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া আপন চেলাদ্বারা এক বৃক্ষের নীচে গুপ্ত রূপে এক শত টাকা রাখিল। বৈকালে ব্রাহ্মণ আইলে কিঞ্চিৎ কাল ভ্রুকুটী করিয়া কহিল যে অমুক বৃক্ষের নীচে তোমার কারণ ঈশ্বর টাকা রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তথা গিয়া ঐ এক শত টাকা পাইল। ইহাতে ঐ বুজুরুকের প্রতি ঐ ব্রাহ্মণের নিতান্ত বিশ্বাস জন্মিল ও সে ক্রমে২ আপন মত ত্যাগ করিয়া ঐ মতাবলম্বী হইল। কিন্তু ঐ বুজুরুক অতিশয় জ্ঞানী সে মৃত্তিকা বিবেচনা করিয়া মৃত্তিকার নীচস্থ বস্তুর বিষয় নিশ্চয় কহিতে পারিত তাহাতে এক স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া চতুঃশাল নামে এক রাজাকে কহিয়াছিল যে ঐ স্থানে হীরা আছে। ঐ রাজা সে স্থান খনন করিয়া হীরা পাইয়াছিল তাহাতে ঐ রাজা অতিশয় ভক্তি করিয়া আপন রাজ্য সমেত তন্মতাবলম্বী হইল। তদবধি ঐ বুজুরুক মুসলমানেরদের নিকটে জীসাহেব নামে ও হিন্দুর নিকটে প্রাণনাথ নামে মান্য হইয়াছিল এবং কতক হিন্দু ও মুসলমানকে আপন মতে আনিয়াছিল। পরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার কবর হইয়াছিল এবং সে কবরের উপরে এখন প্রস্তরময় এক মস্তক ও তাহার কপালে ত্রিশূলের আকৃতি আছে এবং মস্তকের উপরে এক ত্রিশূল আছে।

ঐ সাহেবেরা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ও দেখিয়া অনুমান করিলেন যে আওরঙ্গজেব বাদশাহের অধিকার কালে তাঁহার উজীরের এই কীর্ত্তি হইতে পারে যেহেতুক এক শত বৎসর পূর্ব্বে আওরঙ্গজেব বাদশাহ হইয়াছিলেন এবং এতাদৃশ বিষয়ে তাঁহার অনেক২ কথা শুনা যায়।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ । ১৮ মাঘ ১২৩৬)

ধর্ম্মসভার আনুকূল্যে যে সকল টাকা চাঁদায় সহী হইতেছে তাহার বেওরা চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইতেছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় নীচে লিখিত টাকার সহী দেখিতেছি।

শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সাণ্ডাল।	৩০০
— উদয়চাঁদ দত্ত।	২০০
— জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১০০
— নবীনচন্দ্র বসু।	৫০
— ভবানীপ্রসাদ ঘোষ।	৫০
— শিবচন্দ্র বসু।	৩৫

এতদ্ব্যতিরেকে এগারো জনে অষ্টআশী টাকার সহী করেন।

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬)

চন্দ্রিকায় কহে যে শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে গত সপ্তাহে এক ধর্ম্মসভা করিয়াছেন তাহা কলিকাতায় স্থাপিত ধর্ম্মসভার অনুগুণ ঐ সভাতে তত্রস্থ লোকেরদের দুই হাজার দুই শত নিরালব্বই টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬)

ধর্ম্মসভা।—গত ২৬ মাঘ রবিবার কলিকাতার উত্তর কাশীপুরে শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরির বাটীতে সভা হইয়াছিল ঐ সভায় কলিকাতাস্থ কএক জন এবং কাশীপুর বরাহ-নগর আরিয়াদহ দক্ষিণেশ্বর বেলঘরিয়া পানিহাটি কুমারহাটি টাকি সুনগরপ্রভৃতি গ্রামবাসি বিশিষ্ট শিষ্টসমূহ লোক সভা সম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানপত্রের দ্বারা আগমন করিয়াছিলেন পরে ধর্ম্মসভার কারণাবগত হইয়া চাঁদার বহিতে আপন২ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাক্ষরাঙ্কিত করিলেন তাঁহারদিগের নাম ধনদাতার শ্রেণীতে লিখিত হইল এবং ঐ সভায় ইহাও ধার্য্য হইল যাঁহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহারদিগের সহিত কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না।

অপর সভাধ্যক্ষ বারজনকে ঐ সভারোহণের সম্বাদ করা গিয়াছিল তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতিনিধি শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন ইঁহারদিগের সাক্ষাতে সম্পাদককর্ত্তৃক উক্ত হইল যে বার জন সভাধ্যক্ষ হইয়াছেন আর কএক জন অধিক এবং সম্পাদকের সহকারী এক জন হইলে ভাল হয় তাঁহারদিগের দ্বারা সমাজের কারণের অনেক উপকার হইতে পারিবেক তাহাতে অধ্যক্ষেরা উত্তর করিলেন ধনদাতারদিগের মধ্যে তুমি যাঁহাকে২ বিবেচনা করিয়াছ তাহা ব্যক্ত কর পরে কথিত হইল।

শ্রীযুত মহারাজা বনয়ারিগোবিন্দ বাহাদুর।
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
— প্রাণনাথ চৌধুরী।
— শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
— ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।
— রাজকৃষ্ণ চৌধুরী।
— উদয়চাঁদ দত্ত
— রামরত্ন রায়।
— নবকৃষ্ণ সিংহ।
— উমানন্দ ঠাকুর।
— শিবনারায়ণ ঘোষ।

ইঁহারদিগকে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষতাপদে অভিষিক্ত করিলেন সম্পাদকের সহকারিতাজন্য শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে কহিলেন যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় হইলে ভাল হয় তাহাতে অধ্যক্ষেরা সম্মত হইয়া কহিলেন ধর্ম্মসভার লিখিত পত্রাদিতে যাহা সম্পাদকের স্বাক্ষরের আবশ্যক হয় যদ্যপি সম্পাদক কোন কারণপ্রযুক্ত স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন সহকারিসম্পাদক তাহা স্বাক্ষর করিলে গ্রাহ্য হইবেক এবং সম্পাদক তাঁহাকে যে কর্ম্মের ভারার্পণ করিবেন তাহা তিনি করিবেন।

অপর অধ্যক্ষেরা কহিলেন অদ্য যে কএক জন মনোনীত হইলেন তাঁহারদিগকে পত্রের দ্বারা অবগত করাইয়া তাঁহারদিগের স্বীকৃত উত্তর সকল অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাত করাইবেন। সং চং

(৬ মার্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬)

ধর্ম্মসভাধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক।—গত ১১ ফালগুন রবিবার পটলডাঙ্গার শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ দাসের দরুন ২৮ নম্বরের বাটীতে সভাধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকে সভার নানা কর্ম্ম সমাপনানন্তর শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক পদ পরিত্যাগের যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পাদককর্তৃক পঠিত হইবাতে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন অনন্তর সম্পাদক প্রশ্ন করিলেন এক ব্যক্তি ধনী শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ধনরক্ষক পদে নিযুক্ত করুন তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কহিলেন বাবু রামদুলাল দেবের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব নিযুক্ত হইলে ভাল হয় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ঐ কথার পোষকতা করিবাতে সভাস্থ সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন পরে সম্পাদকের প্রশ্নমতে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন অনন্তর পাটনা মালদহাদি নানা স্থানহইতে ধর্ম্মসভাসম্পর্কীয় যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহার সদুত্তর লিখিতে সম্পাদককে অনুমতি হইল। সং চং

বিবিধ

(২৯ ডিসেম্বর ১৮২১ । ১৬ পৌষ ১২২৮)

সন্ন্যাসিরদের দৌরাত্ম্য ॥—মুসলমানেরদের অধিকার কালে পশ্চিমদেশ হইতে উলঙ্গ নাগা ও সন্ন্যাসিরা মধ্যে২ এই দুর্ব্বল দেশে আসিয়া লুঠ ও গৃহাদিদাহরূপ অনেক দৌরাত্ম্য করিত ইহা বৃদ্ধ পরম্পরা প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত শুনা যায় ইহার এই এক কারণ অনুমানে আইসে।

পূর্ব্বে এক প্রকার সন্ন্যাসিরা ছিল তাহারা দিগম্বর ও ভিক্ষাদ্বারা কালক্ষেপ করিত কিন্তু উপযুক্ত সময় পাইলে চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি ও বধপর্য্যন্তও ছাড়িত না। তৎকালে মাড়বার কিম্বা যোধপুরে বহু সম্পত্তিমতী এক স্ত্রী ছিল সে ভিক্ষুকেরদিগকে বিস্তর ধনদান করিতে লাগিল তাহাতে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশহইতে সহস্র২ ভিক্ষুকেরা ঐ স্ত্রীর নিকটে আসিতে লাগিল এবং ঐ ধনদাত্রীর ধনদানে তৃপ্ত না হওয়াতে চতুর্দ্দিকের দেশ লুঠ করিয়া আনিয়া ঐ স্ত্রীর বাটীর মধ্যে আশ্রয় করিয়া মদিরাপান ও গণিকা সঙ্গ রঙ্গে থাকিতে লাগিল। তত্রত্য লোকেরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া ঐ স্বয়ংখ্যাত ধার্ম্মিকেরদের প্রাতিকূল্যাচরণ আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাসংগ্রাম হইলে পর সন্ন্যাসিরা জয়ী হইল। ইহাতে সকলে ঐ দিগম্বরেরদিগকে ও ঐ স্ত্রীকে জাদুগর জ্ঞান করিল এবং সর্ব্বত্র এমত রটিল যে ঐ স্ত্রী এক প্রকার খিচড়ী পাক করিয়া সন্ন্যাসিরদিগকে ভোজন করায় তৎপ্রযুক্ত তাহারদের শরীরে মনুষ্যের অস্ত্র লাগিতে পায় না অতএব তাহারা অজেয়। বাস্তবিক জাদুগরিদ্বারা তাহারা অজেয় হইল না কিন্তু ঐ মিথ্যা জনরবে বিশ্বাস করিয়া সমর্থ ব্যক্তিও ভয়প্রযুক্ত তাহারদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না সুতরাং তাহারা অজেয় হইল।

পরে তাহারা ঐ স্ত্রীর আশ্রয়ে থাকাতে অধিক প্রবল হইয়া চতুর্দিকে লুঠ করিল ও মাড়বার দেশ লুঠ করিতে গিয়া সেখানকার রাজসৈন্যের সহিত সমর করিয়া সৈন্য ও রাজাকে বধ করিল। রাজার অমাত্যেরা সসৈন্য তাহারদের উপর আক্রমণ করিলে তাহারাও রাজার তুল্য দুর্দশাতে পড়িল। এই অনপেক্ষিত জয়প্রাপ্ত হইয়া ঐ ভিক্ষুকেরা স্ফীত হইল ও মহারাজধানী দিল্লী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে উপক্রম করিল। পরে বিশ হাজার সৈন্য সহিত ঐ স্ত্রী আপনি দিল্লী প্রস্থান করিল। আগরা পঁহুছিবার পাঁচ দিন পূর্ব্ব তত্রস্থ বাদশাহের অমাত্যেরা সসৈন্য তাহারদের উপর পড়িল কিন্তু তাহাতেও দিগম্বরেরা জয়ী হইল অপর তাহারা মনে২ হিন্দুস্থানের তাবৎ পরাক্রম ও ধন গ্রহণ করিয়া ঐ বৃদ্ধাকে আপনারদের বাদশাহ নামে খ্যাত করিল।

তৎকালীন দিল্লীর সিংহাসনাধিষ্ঠায়ী মহাপরাক্রমী আওরঙ্গজেব বাদশাহ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সংকটজ্ঞান করিলেন যেহেতুক তিনি ভাবিলেন যে অন্য২ লোকেরদের মত আমার সৈন্যের লোকেরাও ঐ সন্ন্যাসিরদের জাদুগরিতে বিশ্বাস করে অতএব কি জানি সন্ন্যাসিরদের সহিত যুদ্ধে আমার সৈন্যেরা কি করে। সেইহেতুক ঐ ভিক্ষুকেরদের জাদুগরি বিষয়ে আপন সৈন্যের বিশ্বাস নষ্ট করা তিনি তাহার প্রথম উপায় জ্ঞান করিলেন। আওরঙ্গজেবের ধার্ম্মিকতা ঐ স্ত্রীর

ধার্ম্মিকতার তুল্যরূপে লোকতঃ প্রচার ছিল অতএব তিনি এই ঘোষণা করিলেন যে অন্য জাদুগরিরারা সন্ন্যাসিরদের জাদুগরি নষ্ট করিবার এক উপায় পাইয়াছি। ইহা কহিয়া আপনি কতক দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র সৃষ্টি করিয়া লিখিলেন ও কহিলেন যে এই পত্র নিশানের উপর লট্‌কাইয়া সৈন্যের অগ্রে২ লইয়া গেলে তাহারদের গুণ জ্ঞান বিফল হইবে। শেষে এই উপায় ফলবান হইল যেহেতুক ঐ সন্ন্যাসিরা অত্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ বাদশাহের সৈন্যের পরাক্রমে তাহারা কাটা গেল এবং তাহারদের মধ্যে কতক সন্ন্যাসিরা সেনাপতিরদের আনুকূল্যে রক্ষা পাইল।

অতএব বোধ হয় যে ঐ সন্ন্যাসিবদের অন্তঃপাতি কতক নাগা এ প্রদেশেও আসিয়া নানা দৌরাত্ম্য করিত।

(১৮ অক্টোবর ১৮২৩। ৩ কার্ত্তিক ১২৩০)

শুভাগমন ॥—শ্রীযুত রাইট রিবরেণ্ড রিজিনাল্‌ড হেবর সাহেব কলিকাতার লার্ড বিসোপ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া ইংগ্লণ্ডহইতে গত শুক্রবার বৈকালে কলিকাতা পঁহুছিয়াছেন। তাহার সংভ্রমার্থে শনিবার গড়েতে তোপ হইয়াছে এবং গত রবিবারে শহর কলিকাতার প্রধান গ্রীজা ঘরে তিনি ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন তাহাতে শহর নিবাসি সাহেব লোকেরা অনেকে আসিয়াছিলেন। তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বিবিধ

লটারি

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ৬ ফাল্গুন ১২২৮)

কলিকাতার ২৬ লাটরী ॥—৮০৯ নম্বর টিকীটে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা চুচুড়ার শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুত লালমোহন পালের নামে উঠিয়াছে এ টাকা তাহারা তুল্যাংশ-ক্রমে লইয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য২ যে২ টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে।

১১ ফিব্রুয়ারি সোমবার। ৫৪৫৯ নম্বর ১০০০ টাকা। ২৯৩৮ ও ৪৮৮০ নম্বর প্রত্যেক ৫০০ টাকা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক টিকীটে ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ টাকা করিয়া তের টিকীট উঠিয়াছে।

১২ ফিব্রুআরি মঙ্গলবার। ৩৪৭৭ নম্বর ২০০০০ টাকা। ১৮৭৫ নম্বর ১০০০০ টাকা। ৯০ নম্বর ১০০০ টাকা। ৬৬৭ নম্বর ৫০০ টাকা। ২৮৪৩ নম্বর ৫০০ টাকা। ১৫০ নম্বর ৫০০ টাকা। ৫৯০ নম্বর ৫০০ টাকা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক টিকীটে দুই শত পঞ্চাশ টাকা করিয়া ১৭ সতের টিকীট উঠিয়াছে।

(২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ১৩ ফাল্গুন ১২২৮)

ইস্তাহার।—মোকাম কলিকাতার ২৭ বারের লাটরি যে হইবেক তাহাতে যে লাভ হইবেক তদ্দারা কলিকাতা শহরের পরিপাটী হয় এমত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন। লাটরিতে ৬০০০ ছয় হাজার টিকীট হইবেক ইহার মধ্যে ১৪৫৭ চৌদ্দ শত সাতান্ন টিকীট মাল তদ্ভিন্ন ৪৫৪৩ চারি হাজার পাচ শত তেতাল্লিশ টিকীট ফয়সা। এই টিকীট কলিকাতার টৌনহালে ১৫ মার্চ মঙ্গলবারে দুই প্রহর বেলার সময়ে নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার ন্যূন ডাকিলে পাইবেক না ইহার অধিক যিনি ডাকিবেন তিনি পাইবেন।

রাস্তাঘাট

(১৪ নভেম্বর ১৮১৮ । ৩০ কার্ত্তিক ১২২৫)

নূতন খাল।—কুলপীর নীচে এক খাল সমুদ্রপর্য্যন্ত যায় সেই খালের গোড়া অবধি কলিকাতাপর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটিবার নিমিত্ত পরামর্শ হইতেছে যদি এই মত খাল কাটা

যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে যে সমুদ্রহইতে যে সকল দ্রব্য কলিকাতাতে আমদানি রপ্তানি হয় তাহা নির্ভয়ে অনায়াসে ঐ খাল দিয়া কলিকাতায় আসিতে ও যাইতে পারে।

অন্য এক খালও কাটিবার কারণ কথা হইতেছে অবর্ষ সময় উত্তর ও পশ্চিমহইতে যত দ্রব্য কলিকাতায় আইসে তাহারা ইছামতী নদী দিয়া শিবনিবাস পর্য্যন্ত আইসে ও সেখান-হইতে হরধামের খাল দিয়া গঙ্গায় আইসে কিন্তু গঙ্গায় আসিবার সময় নিত্য দক্ষিণে বাতাস পায়। এবং গঙ্গায় পঁহুছিলে জোয়ার ভাটা পায় ইহাতে অনেক গহরি হয় ও অনেক নৌকার ক্ষতি হয় যদি হরধামের খাল অবধি কলিকাতার পুর্ব্বপর্য্যন্ত একটা খাল কাটা যায় তবে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য অবিলম্বে নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে পঁহুছে। হরধাম অবধি কলিকাতার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত পঁচিশ ক্রোশ হইবে এবং যদি যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায় তবে কেবল কুড়ি ক্রোশ কাটিতে হয় যদি ইছামতীহইতে কাটা যায় তবে পোনর ক্রোশ কাটিতে হয়।

এই খাল কাটিলে কলিকাতার লোকেরা অনায়াসে ভাল জল পাইবে ও জাহাজের লোকেরা যে জল লইবার কারণ নৌকা পাঠাইত তাহারাও ঐ খালহইতে ভাল জল পাইবে।

অনুমান হয় যে এই খাল কাটিতে এই ব্যয় হইবে যদি খাল কুড়ি ক্রোশ লম্বা হয় এবং যদি খালের গোড়া যাট হাত চৌড়া ও খালের মুখ কুড়ি হাত চৌড়া করে ও পৌনে পোনের হাত গহেরা হয় তবে খাল কাটিবার খরচ পাঁচ লক্ষ আট চল্লিশ হাজার টাকা লাগিবে। জমীর মূল্য এই যদি চৌড়াতে এক শত চল্লিশ হাত জমী লওয়া যায় তবে তাহার সকল জমীর মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় এই হিসাবে ফি বিঘা জমীর মূল্য দশ টাকা করিয়া ধরা গিয়াছে এবং কলিকাতার নিকটে যে জমী তাহার কারণ কুড়ি হাজার টাকা ধরা গিয়াছে। তৈনতীর এই খরচ যদি তিন বৎসর লাগে ও পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসে ধরা যায় তবে আটার হাজার টাকা হয় সর্ব্ব শুদ্ধা ছয় লক্ষ আঠার হাজার টাকা। যদি ইহার উপর বাজেখরচের নিমিত্ত আর কিছু ধরিয়া দেয় তবে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা হয় যদি খালের উপর নৌকার হাসিল লওয়া যায় তবে অনুমান প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হইতে পারে ইহাতে আসল ব্যয় টাকার সকল সুদ পোষাইতে পারে। কলিকাতার পূর্ব্বে টালির খাল দিয়া যে নৌকা যায় তাহার হাঁসিলে প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হয় অতএব এই খাল হইলে অবশ্য ইহার অধিক হাঁসিল হইতে পারিবেক এবং টালির খালে যে উপকার হইতেছে তাহাহইতে দশ গুণ উপকার এই খালে হইবেক।

(৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭)

কলিকাতার নূতন রাস্তা।— মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজারে শীঘ্র গমনা-গমনের কারণ নূতন রাস্তা হইতেছে এই রাস্তা হইলে যেমন লোকেরদের উপকার হইবেক তেমন অন্য রাস্তাতে উপকার হয় না যেহেতুক পূর্ব্বে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজার পর্য্যন্ত গাড়ী-প্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট প্রশস্ত রাস্তা ছিল না পূর্ব্বে আসিতে হইলে ঘুরিয়া আসিতে

হইত। এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে সে রাস্তার মধ্যে লালদিঘীর মত এক উত্তম পুষ্করিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার চতুর্দিকে রাস্তা হইবেক শ্রীশ্রীযুতের নামানুসারে ঐ রাস্তার নাম হেষ্টিংস রাস্তা খ্যাত হইবেক।

অপর আরো শুনিতে পাই যে মোং চৌরঙ্গিতে এই মত পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট রাস্তা করা যাইবেক।

(৩ মার্চ ১৮২১। ২১ ফাল্গুন ১২২৭)

নূতন রাস্তা।—মোং কলিকাতার গঙ্গার ধারে প্রবল রাস্তা নাই এইক্ষণে শুনা যাইতেছে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর সেই রাস্তা করিতে হুকুম দিয়াছেন। এই রাস্তা হইলে শহরের শোভা উত্তম হইবেক। কিন্তু সেখানকার যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের জমী ও বাটী গঙ্গার ধারে আছে তাহারদিগের অনেক অপচয় হইতে পারে এবং বাহির রাস্তা ও বড় রাস্তার মধ্যে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়া বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্তা এইক্ষণে মংকুপ হইয়াছে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ৫ ফাল্গুন ১২২৯)

নূতন রাস্তা॥—গত শুক্রবারে কলিকাতার জরনেলেতে এক পত্র ছাপা হইয়াছে যে এমত পরামর্শ হইতেছে যে খিদিরপুরে জাহাজের ঘ্যাডি অবধি গঙ্গাতীরে গার্ডিনরিচ পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা হইবে এবং টালির খালের উপরে এক নূতন সাঁকো হইবে এই রাস্তা প্রস্তুত হইলে কলিকাতা অবধি গার্ডিনরিচপর্য্যন্ত সাবেক রাস্তা দিয়া যত দূর হয় এই নূতন রাস্তা হইলে তাহাহইতে এক ক্রোশ কম হইবে কিন্তু এই পত্রলেখক কহে যে এই রাস্তা প্রস্তুত হইলে মল্লিকেরদের ও দেওয়ান গোকুল ঘোষালের ও শ্রীযুত বাবু তারাচান্দ ঘোষ ইত্যাদির অনেক উপকার আছে যেহেতুক ইহাতে তাহারদের সেখানকার স্থান অধিক মূল্যবান হইবেক অতএব লেখক এই পরামর্শ কহে যে এই রাস্তা প্রস্তুত করিবার কারণ শ্রীযুত বড় সাহেব সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শত টাকা দেউন ও মল্লিকপ্রভৃতিরা নয় হাজার তিন শত পঁচহত্তরি টাকা দেউন ও যেং সাহেব লোকেরদিগের ঘর গার্ডিনরিচেতে আছে তাহারা তিন হাজার এক শত পঁচিশ টাকা দেউন ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে রাস্তা তৈয়ার হইতে পারে।

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০)

নূতন রাস্তা।—শুনা যাইতেছে যে গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা গারডিনরিচপর্য্যন্ত হইবেক আর ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ হইবেক এ প্রকার প্রস্তুত হইলে বৃক্ষাদির ছায়াতে লোকেরদিগের যানবাহনাদিদ্বারা এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক এবং গঙ্গাতীরের শোভা দেখিয়া দেশাধিপের স্থির রাজলক্ষীর প্রার্থনা কে না করিবেন।

(২৭ অক্টোবর ১৮২৭ । ১২ কার্ত্তিক ১২৩৪)

নূতন রাস্তা ।—জনরবে শ্রুত হওয়া গেল যে গঙ্গাতীরের নূতন পথ কিল্লার সম্মুখবর্ত্তি ময়দান দিয়া যাইবার বিবেচনা হইয়াছে এবং ইহা ত্বরাতেই আরম্ভ হইবেক এমতও শুনা যাইতেছে ইহা প্রস্তুত হইলে এদেশের অত্যুত্তম শোভা হইবেক ও এতদ্দেশস্থ লোকের স্বকালে বিকালে ভ্রমণের অতিসুবিধা হইবেক ।

(২২ মার্চ ১৮২৮ । ১১ চৈত্র ১২৩৪)

নূতন রাস্তা ।—শুনা গেল যে গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাগানপর্য্যন্ত লইয়া যাইতে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি হইয়াছে । তিং নাং

(১২ এপ্রিল ১৮২৮ । ১ বৈশাখ ১২৩৫)

গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা ।—শহর কলিকাতার গঙ্গাতীরে যে নূতন রাস্তা হইয়াছে সেই রাস্তা কলিকাতাহইতে কোম্পানির বাগানপর্য্যন্ত লইয়া যাওনের বিষয়ে গত শনিবার রাত্রিতে যে সভা হইয়াছিল সেই সভাতে এই স্থির হইল যে যে সাহেবেরা তাহার এক অংশে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে বিনামূল্যে দুই টিকিট পাইবেন এবং মেং কালবিন কোম্পানি এই চান্দার টাকা সংগ্রহ করিবার কারণ খাজাঞ্চি হইলেন এবং মেং টরটন সাহেব ও উড সাহেব ও কিড সাহেব ও কালবিন সাহেব ও স্মৌলট সাহেব ও আলেগজান্দর সাহেব ও হরিমোহন ঠাকুর ও প্রিন্সপ সাহেব ও গার্ডন সাহেব ও রাজা বৈদ্যনাথ রায় কমিটী হইয়া ঐ বিষয়ের সাহায্য করিবেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে এই কর্ম্মের মঙ্গল প্রার্থনা করি যেহেতুক এ অত্যুপকারক কর্ম্ম এবং গঙ্গাতীরস্থ রাস্তার শেষ ভাগ যাহা সকলেই কহে যে কলিকাতার মধ্যে যে২ কর্ম্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে এ এক প্রধান কর্ম্ম ।

(২ আগষ্ট ১৮২৮ । ১৯ শ্রাবণ ১২৩৫)

কলিকাতার নূতন রাস্তা ।—চাঁদপালের ঘাটহইতে দক্ষিণমুখে গঙ্গাতীরে কোম্পানির বাগানের আড়পাড়পর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইবেক তাহা আরম্ভ হইয়া কিয়ৎ দূরপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার অধ্যক্ষ সাহেবলোকেরা এমত মনোযোগ করিতেছেন যে এবৎসর পূর্ণ না হইতে তাহা সমাপ্ত হইবেক ।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২ । ৬ আশ্বিন ১২২৯)

নূতন সাঁকো ।—পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কালীঘাটে টালির খালের উপরে এক সাঁকো প্রস্তুত করা যাইবে । ঐ সাঁকোর লোহার কর্ম্ম তাবৎ প্রস্তুত হইয়াছে কেবল একত্র করিয়া দিলেই প্রস্তুত হয় এবং ঐ সাঁকোতে পাকা গাঁথনির যে আবশ্যক তাহাও প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে।

তাহার প্রস্থ অনুমান ছয় হাত হইবে এবং আলীপুরে ও খিদিরপুরে যে সাঁকো আছে তাহাহইতে এই সাঁকো কিছু উচ্চ হইবেক। কএক দিবসের মধ্যে সাঁকো প্রস্তুত হইলে পর সম্মাচার দেওয়া যাইবেক।

(১৬ নভেম্বর ১৮২২। ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

নূতন দ্বার॥—কলিকাতার ফোর্টউলিয়ম কিল্লার প্রাসি নামে যে দ্বারের নূতন রাস্তা হইয়াছে ৯ নবেম্বর শনিবার রীত্যনুসারে ঐ দ্বার খোলা গিয়াছে এখন কলিকাতার লোকেরদের কিল্লাতে গমনাগমনের অতিসুগম হইয়াছে।

(১৫ মার্চ ১৮২৩। ৩ চৈত্র ১২২৯)

রজ্জুময় পুল॥—মোং কলিকাতার ডাকঘরের সম্মুখে শ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের ডাক ঘরের অধ্যক্ষ সাহেবের কর্তৃক এক নূতন রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে উপকার এই যে যেখানে২ বড়২ খালপ্রভৃতিপ্রযুক্ত কোম্পানির ডাক যাওনের বাধা জন্মে সেখানে এই পুলদ্বারা অনায়াসে পার হওয়া যাইবেক। অনুমান হয় যে ইহাতে গাড়ী ও হাতীপ্রভৃতি পার হইতে পারিবে এই পুল লম্বে তিপ্পান্ন হাত ও চৌড়া ছয় হাত এই পুল কেবল নমুনামাত্র প্রস্তুত হইয়াছে আর একটা এক শত ছয় হাত লম্বা রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইতেছে ইহা হইলে তাহার গুণ প্রকাশ করা যাইবে।

(১৮ আগষ্ট ১৮২৭। ৩ ভাদ্র ১২৩৪)

রাস্তা ও খাল।—আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে বজবজিয়াপর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইয়াছে সে রাস্তা আরো কতক দূরপর্য্যন্ত অর্থাৎ মায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা আরো শুনিতেছি যে দামোদর নদী তীরে আমতা স্থানের নিকট একটা খাল কাটা গিয়াছে এবং এক্ষণে বর্দ্ধমানহইতে নওয়াসরাইপর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটাইবার কল্প হইয়াছে যে বর্দ্ধমান-হইতে কয়লাপ্রভৃতি নৌকাদ্বারা অতিশীঘ্র কলিকাতায় পঁহুছিতে পারে।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫)

নূতন খাল।—অনেক কালাবধি কলিকাতায় যে খালকাটনের কল্পনা হইয়াছিল এক্ষণে তাহার আরম্ভ হইয়াছে সেই খাল চিতপুরের উত্তর ভাগহইতে বালিয়াঘাটার খালপর্য্যন্ত যাইবে তাহা আটার হস্ত গভীর ও আশী হাত চৌড়া এবং তাহার উভয়দিগে চল্লিশ হাত চৌড়া রাস্তা হইবে রাজা রামলোচনের রাস্তার নিকটে দুই তিন হাজার লোক সেই খাল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অনুমান হয় যে এ বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে এবং তাহার উপরে দুই অথবা তিন লৌহের সাঁকো বসান যাইবে ইহাতে সেই অঞ্চলের অতিশয় উপকার

হইবে তাহাতে মৃত্যুজনক যে ক্ষুদ্র বন ও বৃক্ষ আছে তাহা একেবারে পরিষ্কৃত হইবে ও ঐ স্থানহইতে সকল মাল একেবারে নদীতে পঁহুছিতে পারিবে।

এই খাল কাটনের কল্প ইহার পূর্ব্বে ডেরিটি সাহেবকর্তৃক হইয়াছিল তিনি সেই কর্ম্মের পরামর্শ শ্রীযুত লার্ড উএল্লেসলি সাহেবকে দিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ে তাহা সিদ্ধ হইল না তাহার পর মেজর সক সাহেব ঐ খালের এক নক্সা করেন কিন্তু তিনি সেই কর্ম্ম সিদ্ধ না করিতে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে একটা গোলার দ্বারা মারা পড়িলেন। ঐ মেজর সক সাহেব এই সকল বিষয়ে যেমন বিজ্ঞ ছিলেন তত্তুল্য অন্য কোন সাহেব নাই কলিকাতা শহরের যে নক্সা এখন কলিকাতায় সকল লোকের ঘরে দেখা যায় তাহা মেজর সক সাহেব করেন তিনি কলিকাতা নগরের উপকার-করণে অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সাঙ্গকরণের পূর্ব্বে অকালে তিনি লোকান্তর গত হইলেন।

আমরা আরো শুনিতেছি যে ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের নিকটে অনেক বড়২ পুষ্করিণী কাটাইয়া মৃত্যুজনক অনেক ক্ষুদ্র২ ডোবা পূর্ণ করিতে শ্রীযুত লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব নিশ্চয় করিয়াছেন এবং সেই কর্ম্মের নিমিত্তে নিকটস্থ জিলাহইতে বন্দুয়ানেরদিগকে আনিতে হুকুম করিয়াছেন সেই অঞ্চল যেমত সাঙ্ঘাতিক তেমন কলিকাতার অন্য কোন অঞ্চল নয় বিশেষতঃ ওলাউঠা কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই স্থানে অবস্থিতি করে। ১৮২৫ সালে অধিক লোক আপনারদের পরিজন লইয়া সেখানে আইল এবং সেখানে আপনারদের কুটীর তুলিল কিন্তু সেখানে এমত ওলাউঠার প্রাবল্য হইল যে মৃত ব্যক্তিবাহক গাড়ি সেখানে গিয়া পূর্ণ হইয়া প্রতিদিন ফিরিয়া আসিত এই সকল উপকারের উদ্যোগ যখন সিদ্ধ হইবে তখন সকলেই অনুমান করিবেন যে সেই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যতা নিবৃত্ত হইয়াছে যেহেতুক অতিনিবিড় বন ও পাতাপচা জলপ্রভৃতিতে লোকেরদের পীড়া জন্মে কিন্তু এইমত সাঙ্ঘাতিক স্থান যদি একবার খোলাসা হয় তবে তাহাতে পীড়ার নামও থাকে না।

(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

নূতন খাল।—সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজ-পথের শোভা করিবার জন্য মোকাম পূর্ব্ব অঞ্চলহইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া পুরাতন বেল্যাঘাটাপর্য্যন্ত যাইয়া মিলিবে শুনিতে পাই যে ঐ খাল নূতন বেল্যাঘাটা দিয়া অনায়াসে যাইতে পারিবেক যাহা হউক বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে পারিবেক যেহেতুক অতিশীঘ্র এক স্থানহইতে অন্য স্থানে পঁহুছিবে এবং পূর্ব্ব অঞ্চলে নৌকা-রোহণে অতিসুখে যাতায়াত করিতে পারিবেক কিন্তু কোন২ স্থানে ইহার আজ্ঞা হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই কেবল খাল প্রস্তুত হইয়া এক্ষণে দুই পার্শ্বে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে।

(২ জানুয়ারি ১৮৩০ । ২০ পৌষ ১২৩৬)

নূতন খাল।—আমরা অতিসন্তোষপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতার পূর্ব্বদিগে যে সকল উপকারক কর্ম্ম হইতেছিল তাহা অনেক প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ ঐ খাল ভাগীরথী নদীঅবধি সরকিউলর রোড ঘুরিয়া লোণা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে। গত বৎসরের এমত সময়ে তাহার কিছু অনুষ্ঠানও হয় নাই কিন্তু এখন তাহা প্রায় ইটালিপর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে এবং দুই সাঁকো প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে ও তাহার লৌহের কিঞ্চিৎ ভাগ গাঁথা গিয়াছে লোণাজলের অন্তরে খালের ১৫ ক্রোশপর্য্যন্ত পরিষ্কার করা গিয়াছে এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকারক সরকারী কর্ম্মকারক মৃত মেজর সক সাহেব এই যে সকল কর্ম্মের নক্সা করিয়াছিলেন তাহা সমাপ্তকরণের অত্যল্প বাকী আছে। এই খাল কাটনের তাৎপর্য্য এই যে উত্তরদেশজাত দ্রব্যাদি পূর্ব্ববৎ ঘুরিয়া না আসিয়া সহজ ও সুগম পথ দিয়া কলিকাতায় আইসে প্রাচীন পথ দিয়া আগমনে অনেক সঙ্কট ছিল এবং অনেক ক্ষতি হইত। এই খাল পূর্ব্বদিগে হাসিনাবাদের অভিমুখে যাইতেছে এবং সেই স্থানপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্র ও পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন না করিয়া উত্তম কৃষিযুক্ত দেশ দিয়া আগমন করিতে পারিবেন।

(২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫)

অকস্মাৎ গোলদীঘি ভগ্ন।—গত বুধবার বেলা দুই প্রহরের সময় মোং পটলডাঙ্গাতে শ্রীলশ্রীযুত রাজ রাজাধিপ কোম্পানি বাহাদুরের বিদ্যা মন্দিরের দক্ষিণে গোল দীঘিকার উত্তর অন্তরীপঅবধি পূর্ব্ব অন্তরীপ সোপানপর্য্যন্ত এমত ধস ভাঙ্গিয়া পতিত হইতেছে যে কি পর্য্যন্ত নিম্ন গত হইয়া স্থির হইবে তাহার অনুমান বিজ্ঞতম মহাশয়েরা সকলেই কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং ইহার কারণ কি তাহাও জানা যায় নাই। তিং নাং

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৪ আশ্বিন ১২২৫)

গঙ্গাসাগর।—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া বসতি করাইলে উপকার এই। প্রথম সেখানে অত্যুত্তম প্রকার তুলা জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয়। জাহাজের কারণ যেং বস্তু প্রয়োজনযোগ্য হয় সে বস্তু সেখানে থাকে ও যে জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ভগ্নাদি হইয়া থাকে তাহা সেখানে মেরামত হয় কলিকাতা অতিদুর অতএব সেখানে না আইসে।

তৃতীয়। যে সকল জীবজন্তু ইংগ্লণ্ডে লইয়া যাইতে হয় তাহা কলিকাতাহইতে লইয়া গেলে পথে অনেক অপচয় হয় অতএব সেখানে ক্রমেং সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনানুসারে জাহাজে উঠাইতে হইলে এত অপচয় হয় না।

চতুর্থ। সেখানে এক চিকিৎসালয় হয় এখানকার লোকেরা অসুস্থ হইলে তথা গিয়া রোগমুক্ত হয় যেহেতুক সেখানকার সমুদ্রের বায়ু সুখদায়ক। এতদ্দেশীয় লোকেরদের রোগ হইলে জাহাজে অন্যত্র গিয়া অরোগী হইতে পারেন না যেহেতুক তাহারদের এত ধন নাই ও এত অবকাশ নাই।

(১৪ নভেম্বর ১৮১৮। ৩০ কার্ত্তিক ১২২৫)

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—যাহারা গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে বসতি করাইবার উদ্যোগ করিতেছে তাহারা কলিকাতার এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের ঘরে গত বুধবারে একত্র হইল এবং দশ জন সাহেব ও দুই এতদ্দেশীয় লোককে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিল সেই২ সাহেব লোকেরদের নাম এই।

শ্রীযুত কমদোর হেএস সাহেব।
ও শ্রীযুত চার্লস ত্রৌএর সাহেব।
ও শ্রীযুত জন ফুলার্তন সাহেব।
ও শ্রীযুত জেম্‌স কিদ্‌ সাহেব।
ও শ্রীযুত উলিএম রিচার্দসন সাহেব।
ও শ্রীযুত এল এ দেবিদসন সাহেব।
ও শ্রীযুত জন হস্তের সাহেব।
ও শ্রীযুত জোসেফ বারেট্টো সাহেব।
ও শ্রীযুত রবর্ট মাক্লিনতক সাহেব।
ও শ্রীযুত হরিমোহন ঠাকুর।
ও শ্রীযুত রামদুলাল দে।

(২৭ মে ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭)

গঙ্গাসাগর।—অনেক লোক জ্ঞাত নহেন যে শ্রীশ্রীযুত আবাদ করিবার কারণ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ভাগ করিয়া এতদ্দেশীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা গঙ্গাসাগরের বন কাটাইয়া আবাদ করিতে উদ্যোগ না করিলে শ্রীশ্রীযুত তাহারদের সে দানপত্র অন্যথা করিয়াছেন এবং এখন গঙ্গাসাগরের বন কাটাইতে যে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের মিলিত সংপ্রদায় স্থির হইয়াছে তাহারা এখন ঐ বন কাটাইতেছেন।

যে ভূমি বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে গত বৎসর ধান্য বীজ রোপণ করা গিয়াছিল। এখন সেং ভূমিতে তামাকু ও তুলা ও গাছ মরিচ ও বার্ত্তাকু ও তরমুজ ও রামতরাইপ্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে। এবং নারিকেল বৃক্ষও অনেক উৎপন্ন হইতেছে। সেখানে লবণাম্বু ব্যতিরেকে মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল তৎপ্রযুক্ত সেখানে অনেক

পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে তাহাতে এই বর্ষা প্রভাতে মিষ্ট জলের অভাব থাকিবে না। এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে বন কাটাইয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছে এবং তাহাতে মঘ দেশীয়েরদিগকে বসতি করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই অতএব তাহারদেরহইতে অধিক দুষ্কর কর্ম্ম হইতে পারে।

সর্ব্বসুদ্ধ গঙ্গাসাগরে এক লক্ষ আশী হাজার বিঘা ভূমি আছে তাহার মধ্যে নয় হাজার বিঘা ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে অর্থাৎ বিংশতি অংশের এক অংশ। যাহারা স্বতন্ত্র২ ভূমি লইয়া বন কাটাইতেছে তাহারদের কর্ম্ম শীঘ্র চলিতেছে।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ । ২০ ভাদ্র ১২২৬)

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—গত বুধবারে ১ সেপ্তম্বর গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের সম্প্রদায় একত্র হইলেন ও গত বৎসরের সকল বিবরণ শুনিলেন ও ঐ সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতী যে চারি জন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন সে চারি জনের বদলিতে অন্য চারি জন প্রবৃত্ত হইলেন সে চারি জনের মধ্যে তিন জন ইংগ্লণ্ডীয় এক জন এতদ্দেশীয় তিনি শ্রীযুত রাজা গোপী-মোহন দেব তাঁহার বদলে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব তাহার এক কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া সে স্থান সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে শ্রীযুত জন পামর সাহেব ঐ উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ সমুদায় বিশ বৎসরের কারণ বিনা করে ইজারা করিয়া লইয়াছেন ও এই করার করিয়াছেন যে এই বিশ বৎসরের মধ্যে গঙ্গাসাগরে লোকবসতি করাইব ও নানা ক্ষেত্রে শস্যাদি উৎপন্ন করাইব। এবং শ্রীযুত রাজা গোপী-মোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই দুই জনে মিলিয়া ঐ করারে সেখানকার উত্তর পশ্চিম কোণে গঙ্গার তীরে আড়াই ক্রোশপর্য্যন্ত ভূমি লইয়াছেন।

এই২ সকল কারণ দেখিয়া আমারদের এমত ভরসা হয় যে গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ অতিশীঘ্র পুনর্ব্বার মনুষ্যেরদের অধিকারে আসিবে।

(১৩ এপ্রিল ১৮২২ । ২ বৈশাখ ১২২৯)

নূতন রাস্তা॥—মোং কলাগাছীহইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা হইতেছে অনুমান হয় যে বর্ষারম্ভ না হইতে২ সে রাস্তা প্রস্তুত হইবেক। খাজুরিহইতে যে ডাকের রাস্তা ছিল তাহাতে সাড়ে ত্রিশ ক্রোশ হাঁটিতে হইত এবং গঙ্গা পার হইবার কারণ ৫ পাঁচ ক্রোশ নৌকায় যাইতে হইত যে পাঁচ ক্রোশ নৌকায় গমন করিতে হইত সেও অতিসঙ্কট এবং কলাগাছীর নিকটে যাইত না ইহাতে সাগরের জাহাজস্থ লোকের কলিকাতা গমনাগমন অতিদুষ্কর ছিল এবং ইংগ্লণ্ডে পত্র প্রেরণার্থে সাগরে জাহাজে যাইতে হইলে অতিদুষ্কর ও অধিক কালবিলম্ব হইত তৎপ্রযুক্ত জাহাজ খুলিয়া গেলে পত্র ফিরিয়া প্রেরকের নিকটে আসিত কিন্তু এই নূতন রাস্তা

হইলে কোন দুষ্কর থাকিবেক না যেহেতুক গঙ্গা পার হইতে হইবে না এবং কলাগাছীর মধ্য দিয়া নির্ভয়ে গমনাগমন হইবেক ও সাড়ে ত্রিশ ক্রোশের অধিক চলিতে হইবে না ও সকল কালেই সমানভাবে যাতায়াত হইবে। অনুমান হয় যে এই নবীন রাস্তাতে শকটদ্বারা গমনাগমন হইবেক। এই রাস্তা কলাগাছীহইতে কল্পির মধ্য দিয়া রাঙ্গাফলার যে তিন ক্রোশ জঙ্গল ছিল তাহা কাটাইয়া রাস্তা হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া এক কালে গঙ্গা সাগরের দক্ষিণ ভাগে উঠিবেক। ইহাতে গঙ্গা সাগরের যাত্রিকেরদের যাতায়াতের কোন ভয় ও দুঃখ থাকিবেক না। ইহাতে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদুরের যে সুখ্যাতি হইবে সে লিপি বাহুল্য যেহেতুক নানা ভয়প্রযুক্ত লোক যাইত না যদ্যপি কেহ২ যাইত তাহারা নানাবিধ কষ্ট পাইত।

(১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮)

নূতন রাস্তা।—মোং চানকের আরদালীবাজারহইতে এক নূতন রাস্তা করিতে আরম্ভ হইয়াছে সে রাস্তা মোং ঢাকাপর্য্যন্ত যাইবেক তাহার আড়ের মাপ তের কাঠা।

(৪ মে ১৮২২। ২৩ বৈশাখ ১২২৯)

নূতন রাস্তা।—মেদিনীপুরহইতে নাগপুর ও তথাহইতে কানপুর পর্য্যন্ত এক রাস্তা হইতেছে। এবং আগরাহইতে মালোয়া রাজপূতান পর্য্যন্ত আর এক রাস্তা হইতেছে এই সকল রাস্তা হইলে লোকেরদিগের অনেক উপকার হইবে।

(৩০ আগষ্ট ১৮২৩। ১৫ ভাদ্র ১২৩০)

রজ্জুময় সাঁকো॥—শুনা গেল যে শ্রীযুত রাজা শিবচন্দ্র রায় পরোপকারার্থে কর্ম্মনাশা নদীতে এক রজ্জুময় সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে শ্রীযুত সেক্সপিয়র্স সাহেবকে অনুমতি দিয়াছেন তাহাতে কাশীর উত্তর পশ্চিম বিশ পঁচিশ ক্রোদূশরস্থ লোকেরদের কাশী আগমনের অতিসুগম হইবেক। এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঐ রাজার সুখ্যাতি করিয়াছেন যেহেতুক তিনি স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাঁকো নির্ম্মাণের তাবৎ ব্যয় আপনি দিতে স্বীকার করিয়াছেন। আর ঐ সাহেব ভোজপুরের নিকটে ভেড়ের খালেতে যেমন রজ্জুময় সাঁকো করিয়াছেন সেই মত সাঁকো কর্ম্মনাশা নদীতে করিতে গবর্ণমেন্ত আজ্ঞা করিয়াছেন।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪। ৪ আশ্বিন ১২৩১)

রজ্জুময় পুল॥—উইকলি মেসেঞ্জর পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত সৈন্য গমনাগমনের নিমিত্ত পথিমধ্যে তিন নদীর উপর তিনটা রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে অস্ত্র লোক সকলও স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেছে।

প্রথম। কলিকাতাহইতে ন্যূনাতিরেক ৪০ ক্রোশ বাড়ুড়ার নিকট যে নদী আছে তাহার উপর এক সাঁকো দীর্ঘ ১১০ হাত ও প্রস্থ ৬ হাত ৬ ইঞ্চি।

দ্বিতীয়। হাজিরা বাগানের পশ্চিম যে নদী তাহার উপর এক সাঁকো হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত ও প্রস্তার ৬ হাত।

তৃতীয়। কর্ম্মনাশা নদীর উপর যে সাঁকো হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ২২১ হাত ও প্রস্তার ৬ হাত। এই সাঁকো শ্রীশ্রীযুত মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বহাদরের অর্থদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

ঐ সকল সাঁকোর রজ্জু অতিশয় শক্ত যেহেতুক কায়েব অর্থাৎ নারিকেলের ছোপ্‌ড়ার রজ্জুতে সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে তার রক্ষণ করা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় ঐ সকল রজ্জুময় পুল বহুকালস্থায়ী হইবেক।

অপর আরো অবগত হওয়া গেল যে তৎপ্রকাশকেরা অনুমান করিতেছেন যে ক্রমে২ ঐ রূপ পুল হিমালয় পর্ব্বতপর্য্যন্ত হইবেক। ঐ সকল পুল ব্যয়বাহুল্যবিনা অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিবেক। যেহেতুক যে যে স্থানে পুল প্রস্তুত হইবেক সেই২ স্থানে তদুপযোগি দ্রব্যাদির প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। এ সকল হওয়াতে নানাপ্রকার উপকার দেখা যাইতেছে।

আদৌ। যে সকল নদীর নিকট পুল প্রস্তুত হইয়াছে সে সকল স্থানে অনেক লোক দস্যু-হস্তে মারা পড়িয়াছিল সংপ্রতি সে সকল দস্যুভীতি নাই যেহেতুক পুলরক্ষকেরা সে স্থানে সর্ব্বদা থাকে।

দ্বিতীয়। যে সকল লোক উষ্ট্র বলদ ও মহিষাদিদ্বারা সওদাগারি করিত তাহারদিগের ঐ নদী সকল পার হওনে অত্যন্ত ক্লেশ ছিল এক্ষণে সে সকল ক্লেশ দূর হওয়াতে তাহারা অনায়াসে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে।

তৃতীয়। নানাদেশী তীর্থাভিলাষী সন্ন্যাসী এবং তত্তৎ স্থাননিবাসিরা স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক পার হইতেছেন তাহাতে কোনক্রমে ক্লেশের লেশও নাই।

(২৫ মে ১৮২২। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

নূতন ঘাট।—শ্রীযুত লেপ্টেনন্ত ডিবিউন সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রমাণে মোং হরিদ্বারে এক অতিসুন্দর ঘাট প্রস্তুত করিতেছেন এবং সেখানে বড় রাস্তার ধারে এক পুষ্করিণী সাবেক আছে তাহারও পঙ্কোদ্ধার করিতেছেন এবং অনেক খরচ করিয়া সেখানে অনেক প্রকার স্থান প্রস্তুত করিতেছেন।

(১ জুন ১৮২২। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

খাল বন্ধ।—জিলা যশোহরের মধ্যে ভৈরব নদীর ধারে কচুয়ার থানার নিকটে ভেওটা নামে এক খাল ছিল সে খালদ্বারা ঢাকাপ্রভৃতি অঞ্চলে নৌকাপথে অনায়াসে যাতায়াত হইত।

সে খাল খেলারাম মুখোপাধ্যায় নামে এক জমীদার বন্ধ করিয়াছে ইহাতে নৌকা যাতায়াতে ছয় ক্রোশের পথের ফের পড়িয়াছে।

(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

নূতন দীপগৃহ।—আমরা শুনিতেছি যে জগন্নাথ ক্ষেত্রের নিকট পাইন্ট পালময়রাস নামে যে অন্তরীপ আছে তদুপরি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর একটা দীপগৃহ গ্রন্থন করাইয়াছেন এবং অতিশীঘ্র তাহাতে দীপ দেওয়া যাইবেক ইহা হইলে হঠাৎ জাহাজ ঐ চড়ায় পড়িয়া মারা যাইবেক না।

ঐ স্থানে এত ঘর হওয়াতে জাহাজ আগমনের অতিশয় সুগম হইবেক যেহেতুক ইংগ্লণ্ড-দেশহইতে যে সকল জাহাজ বাঙ্গলায় আইসে সে সকল জাহাজ চারি মাস কিম্বা সাড়ে চারি মাস-পর্য্যন্ত অকূল সমুদ্রের মধ্যে থাকে পথিমধ্যে কোন স্থান বা কোন চিহ্ন দেখিতে পায় না। এই সাড়ে চারি মাসের মধ্যে তাহারদের ঘড়ি যদি পাঁচ মিনিট এদিগ ওদিগ হয় তবে সমুদ্রহইতে মোহনায় আসিবার স্থানের দশ ক্রোশের ব্যত্যয় হইতে পারে ইহাতে সুতরাং চড়ায় পড়িয়া জাহাজ মারা যাইবার আটক নাই এইপ্রযুক্ত সেই স্থানে সতত শঙ্কা আছে কিন্তু এক্ষণে যদি সেখানে সর্ব্বদা দীপ জ্বলে তবে দূরহইতে লোকেরা ঐ আলোক দেখিয়া অনায়াসে আপনারদের পথের অনুসন্ধান করিতে পারিবেক।

(২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫)

শহর মুরশিদাবাদের পারিপাট্য।—মুরশিদাবাদের পত্রদ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে ঐ শহরের গঙ্গাতীরের রাস্তা উৎকৃষ্টরূপ প্রস্তুত হইতেছে যে প্রকার কলিকাতায় হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে ঐ রাস্তা বহরমপুরঅবধি লালবাগপর্য্যন্ত হইবেক এক্ষণে খাগড়াপর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে ঐ রাস্তার ধারে চানকের রাস্তার মত বৃক্ষ রোপণ হইয়াছে ইহাতে শহর অতিআশ্চর্য্য শোভাকর দেখা যাইতেছে শহর মুরশিদাবাদ পূর্ব্বে অতিমনোহর স্থান ছিল পরে ক্রমে২ ভগ্ন হওয়াতে মরুভূমিতুল্য হইয়াছে বহরমপুরে ইষ্টেসিয়ান অর্থাৎ ছাউনি হওয়াতে এপর্য্যন্ত শহর আছে এক্ষণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের যে প্রকার মনোযোগ দেখা যাইতেছে ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ শহরের পুনরুন্নতি হইতে পারিবেক। তিং নাং

(৪ অক্টোবর ১৮২৮। ২০ আশ্বিন ১২৩৫)

নূতন পথ।—ভাগীরথীর পূর্ব্ব অংশে টিটেগড় গ্রামে এক ক্ষুদ্র পথ আছে টিটেগড়হইতে সুখচর যাইতে অত্যল্প দূরেই এই রাস্তা পাওয়া যায় ইহার পরিসর বিস্তর নহে কিন্তু পদব্রজে অথবা শকট আরোহণে যাইতে লোকেরদের বিস্তর ক্লেশ হয় বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে কর্দ্দমজন্য তাবতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন এমত বিজ্ঞ শ্রীযুত ত্রবর এবং সিক্কিপিয়র সাহেবপ্রভৃতি সেই

রাস্তা ভাজিয়া কৃপাপূর্ব্বক বৃহৎ রাস্তা করিবেন কল্প করিয়া কতকগুলিন বন্দুয়ান চোর আনিয়া উদ্যোগ করিয়াছেন ইহা শীঘ্র হইবেক শুনা যাইতেছে আমরা মহাহর্ষপূর্ব্বক লিখিতেছি যে শ্রীযুত সাহেবেরা এরূপ লোকেরদের প্রতি দয়াপ্রকাশে তাঁহারদের প্রতিষ্ঠার সীমা নাই এবং তত্রস্থ লোকেরাও এরূপ ব্যাপার দেখিয়া বহুতর প্রশংসা করিতেছে।

(২০ জুন ১৮২৯। ৮ আষাঢ় ১২৩৬)

লৌহময় সেতু।—পরম্পরা শুনা গেল যে জিলা হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেব হুগলি শহরের শোভার সীমা করিয়াছেন অর্থাৎ নানাদিগে রাস্তা করাতে অতি সুদৃশ্য হইয়াছে অপর সরস্বতী নদীর উপর এক পাকা পুল করিয়া দিয়াছেন লোকের গমনাগমনের মহাসুখ হইয়াছে এক্ষণে শুনা যাইতেছে ঐ জজ সাহেব হুগলির কিঞ্চিৎ পশ্চিম সপ্তগ্রাম নামে যে গ্রাম আছে তাহার নিকট ঐ সরস্বতী নদীতে এক লৌহময় সেতু প্রস্তুত করাইতেছেন ইহাতে লোকেরদিগের কিপর্য্যন্ত উপকার হইবেক তাহা বলা যায় না পরমেশ্বরেচ্ছায় ঐ জেলায় ঐ জজসাহেব আর কিছু কাল স্থায়ী হইলে তত্রস্থ তাবৎ গ্রামস্থদিগের অধিক মঙ্গল হইবেক যেহেতুক প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক এমত সাহেব অল্প দেখা যায় যেহেতুক নিরন্তর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া চাঁদাদ্বারা টাকা সংগ্রহ করত উক্ত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করাইতেছেন।

(৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬)

করস্থাপন।—কলিকাতা এবং তৎ উত্তরোত্তরাঞ্চলহইতে জলপথে তমলক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুরপ্রভৃতি স্থানসকলে যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল অথবা তেমোয়ানিপ্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষা ভিন্ন অন্য কএক মাস বারির সমূহ অপ্রতুল হইত সুতরাং অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আষাঢ়পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তৎঘটনায় লোকসকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষা করে তদ্ভিন্ন বিলম্বেরও সম্ভাবনা এই সকল অনুসারে নিবারণকরণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর উলুবেড়েহইতে মহেশডাঙ্গাপর্য্যন্ত এক খাল খনন করিয়াছেন প্রায় বৎসরাবধি নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে সংপ্রতি রাজকর্ম্ম সম্পাদককর্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে যে সেই খাল হইয়া নৌকাদি গমনাগমন করিলে নৌকাতে দাঁড় থাকিবেক প্রত্যেক দণ্ডে দুইআনা পরিমাণে কর লইবেন এই কর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে।

বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত

(২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৩ পৌষ ১২২৫)

প্রাচীন কথা।—চাকদহের উত্তর পূর্ব্ব অনুমান চারি ক্রোশ অন্তরে দেবগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে সেখানে একটা লুপ্তপ্রায় বাটী আছে তাহার আয়তন অতিবড় প্রায় এক ক্রোশ তাহার চারি কোণে মালিয়াদহ ইত্যাদি নামে চারিটা পর্ব্বতাকার মৃত্তিকার বুরুজ ও বাটীর মধ্যে চারি পাঁচ প্রকোষ্ঠ তাহার প্রতিপ্রকোষ্ঠেতেই দুই২ সজল বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এবং স্থানে২ মৃত্তিকার মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তর আছে। এই বাটীর বিষয়ে লোক কহে যে এখানে পূর্ব্বে দেবপাল-নামে এক রাজা ছিল। তাহার রাজা হওয়ার বৃত্তান্ত এই।

ঐ দেবগ্রামে দেবপাল নামে এক কুম্ভকার ছিল এক দিন এক সন্ন্যাসী তাহার বাটীতে অতিথি হইল পরে ঐ সন্ন্যাসী আপন ঝুলী চালের বাতায় টাঙ্গাইয়া স্নানার্থে গেল এই সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে সেই ঝুলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃষ্টির জল নীচে পড়িতে লাগিল ঝুলীর মধ্যে স্পর্শমণি ছিল তাহার জল নীচে কোদালিতে পড়িলে কোদালি স্বর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া কুম্ভকারের স্ত্রী আপন স্বামীকে কহিল। কুম্ভকার সেই মণি হরণ করিল। সন্ন্যাসী ঐ মণি না পাইয়া কুম্ভকারকে অভিসম্পাত করিল যে তুই যেমন আমার মণিহরণ করিলি ঐ ধন তোর কিম্বা তোর বংশের ভোগার্থ না হউক ও তুই ও তোর বংশ শীঘ্র উচ্ছিন্ন হবি। ইহা কহিয়া সন্ন্যাসী গেল। কুম্ভকার ঐ স্পর্শমণি প্রসাদে ভাগ্যবান রাজা হইয়া অসংখ্য ধন সঞ্চয় করিল পরে বাটীর চারি কোণে চারিটা হ্রদ করিয়া ধনেতে পূর্ণ করিয়া চারি স্থানে চারি জাতির চারি বালক বধ করিয়া ঐ ধনরক্ষার্থে হ্রদমধ্যে রাখিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকাদ্বারা চারি বুরুজ নির্ম্মাণ করিল তাহাতে যে স্থানে মালির বালক রাখিয়াছিল তাহার নাম মালিয়াদহ রাখিল এই রূপ চারি জাতিতে চারি বুরুজের নাম রাখিল। কিছুদিন পরে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া দিল্লীর বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কয়েদ করিয়া লইয়া যাইতে সৈন্য পাঠাইলেন সে যখন কয়েদ হইয়া দিল্লী যায় তখন আত্ম পরিজনেরদিগকে কহিল যে যদি দরবারে আমার অমঙ্গল হয় তবে এই দুই কপোত অগ্রে এখানে আসিবে ইহারা আসিবামাত্র তোমরা সকলে প্রাণত্যাগ করিবা যদি মঙ্গল হয় তবে এই দুই কপোত আমার সঙ্গেই আসিবে। এই কহিয়া আপনি কয়েদ হইয়া দিল্লীতে গেল। সেখানে গিয়া অনেক ধন ব্যয়দ্বারা বাদশাহকে তুষ্ট করিয়া মঙ্গলপূর্ব্বক বাটী আসিতেছে দৈবাৎ ঐ দুই কপোত উড়িয়া বাটী আসিবামাত্র তাহার সকল গোষ্ঠী বাটীর পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। দেবপালও কপোত উড়িয়া যাইবামাত্র এক উত্তম ঘোড়াতে আরোহণ করিয়া বাটী আসিয়া দেখে যে সকল পরিজন ডুবিয়া মরিয়াছে। পরে বিবেচনা করিল যে একেলা আমার জীবন নিষ্ফল আমি প্রাণত্যাগ করি। ইহা ভাবিয়া আপনিও ঐ পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিল। এই রূপ কথা অনেকে কহেন কিন্তু এ অমূলক কথায় প্রামাণ্য হয় না কিন্তু সে স্থানে যেমত২ বাটীর সংস্থান আছে তাহাতে জানা যায় যে এ বাটী যাহার ছিল সে অতিবড় লোক ও অনুমান হয় যে অতিবিস্তর দিনেরও নয়

এবং লোকেরা প্রায় কথায়২ ঐ দেবপাল রাজার দৃষ্টান্ত দেয় অতএব ইহার মূল জানার অত্যাবশ্যক যদি ইহার মূল কেহ জানেন তবে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহার মূল জানা যায়।

(২৩ জানুয়ারি ১৮১৯। ১১ মাঘ ১২২৫)

জিলা বৰ্দ্ধমান।—আটার শত তের ও চৌদ্দ সালে শ্রীযুত বেলিসাহেব জিলা বর্দ্ধমানের সকল বিবরণ অনেক উদ্যোগে একত্র করিয়াছেন সে এই। জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে জঙ্গল নাই সকল স্থানেই বসতি আছে। সেখানে দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয় শত চৌত্রিশ ঘর আছে তাহার মধ্যে দুই লক্ষ আটার হাজার আট শত তিপান্ন ঘর হিন্দু। এবং তেতাল্লিশ হাজার সাত শত একাশী ঘর মুসলমান। যদি প্রতিবাটীতে অনুমানে সাড়ে পাঁচ জন মানুষ ধরা যায় তবে বৰ্দ্ধমান জিলার মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী জন লোক আছে এবং সে জিলাতে চতুরস্র বার শত ক্রোশ আছে সেখানে মুসলমান অপেক্ষায় হিন্দ পাঁচ গুণ অধিক। সেখানে অনুমান জাত্যনুসারে এই গণনাতে এত লোক আছে।

ব্রাহ্মণ	২৬০০০০	বৈষ্ণব	১৮৬৪৮
ক্ষত্রিয়	৯৭২	মহন্ত	৫০৪
রজপুত	১৩৩৯২	ভাট	৭৬৩২
বৈদ্য	৪৪৬৪	পাঁচেব	৫০৪
কায়স্থ	৮০৯৬৪	দৈবজ্ঞ	৮০৬৪
গন্ধবণিক	৫৫১৫২	কৈবৰ্ত্ত	৯৫০৪
কংসবণিক	৬৩৩৬	স্বর্ণবণিক	১২৮৫২
শংখবণিক	১৮০০	স্বর্ণকার	১৪০৪০
অগ্রহারী	১০৭৬৭৬	তিলি	৪৬৭৬৪
মালাকার	৩৭৪৪	কলু	৩১৫৭২
নাপিত	২৫৫৬০	জালিয়া	১০৩৬৮
কুম্ভকার	১৬৭০৪	ছুতার	১৪০০৪
মদক	১৭৬০৪	রজক	৮২০৮
তন্তুবায়	২৭১৮০	যোগী	৩৫৬৪
কৰ্ম্মকার	৩০২০৪	বাইতি	৩৫৬৪
বারুই	৫৭৬	সারথী	২৭০০
তাম্বূলী	১৮৩৯৬	লোহার	১৪৭৬
সদ্গোপ	১৬১৭৮৪	বাউরী	৩৫৬৭৬
গোপ	৬৬৮৫২	কোত্তাল	৪৫৬৮৪

হাড়ী	২২০৬৮	চণ্ডাল	৪১৪০
বাগদী	১৪৭১৬৮	ডোম	৩৭২২৪
ভুলে	১০৪০২	শুড়ী	২১৫৪০
মাল	৭৯২	মুচী	১৮৮৬৪

অন্যং দেশে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক যেখানে বার পুরুষ সেখানে তের স্ত্রী কিন্তু বর্দ্ধমানের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক যেখানে বিরাশী হাজার দুই শত পঁচাশী পুরুষ সেখানে একাশী হাজার এক শত উনপঞ্চাশ স্ত্রী। ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী অধিক কিন্তু সামান্য লোকেরদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬)

বারাণসের লোকসংখ্যাপ্রভৃতি।—অতিশয় বিখ্যাত এই মহানগরের অতিসূক্ষ্মরূপে সংপ্রতি যে লোকসংখ্যার বিবরণপত্র সমাপ্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে তাহার বিশালতার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে যে সকল বেওরা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা প্রকৃতাতিরিক্ত।

১৮০০ সালে তন্নগরের গৃহসকল গণনা করিয়া হিসাব করা গেল যে ঐ মহানগরনিবাসি ছয় লক্ষ লোক হইবে। পরে তাহার অন্য এক হিসাবে তত্রস্থ আট লক্ষ লোক স্থির হইল কিন্তু ঐ দুই হিসাবের ফর্দ্দে বাটীর সংখ্যায় ভ্রান্তি ছিল না বটে কিন্তু গৃহপ্রতি নিবাসিরদের যে সংখ্যার অনুমান করা গেল তাহা যথার্থাতিরিক্ত। সংপ্রতি যে লোক সংখ্যা করা গিয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে গড়ে গৃহপ্রতি ছয় জন নিবাসি করিয়া নিশ্চিত করা উপযুক্ত। যে যাত্রিলোকেরা সময় বিশেষে বারাণসে যাত্রা করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করে তাহারা এই হিসাবের মধ্যে গণিত নহে। কোন এক গ্রহণের তিন দিবস পূর্ব্বে রাজপথে ও খেয়ার নৌকার দ্বারা যে সকল লোকেরা ছাকনায়ং নগরে প্রবিষ্ট হইল তাহারদের সংখ্যাকরণের চেষ্টা পাওয়াতে চল্লিশ হাজার লোক গণিত হইয়াছিল কিন্তু অনুমান হইল যে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক নগরে প্রবিষ্ট হইল।

মোটে ঐ নগরের লোকসংখ্যা দুই লক্ষ মাত্র করা যায় এবং যদি সিক্রোলের এবং তাহার আশপাশের নিবাসিরা হিসাবের মধ্যে গণিত হয় তথাপি দুই লক্ষ লোকের অধিক হইবেক না।

নগরনিবাসি লোকের সংখ্যা।	১৮১৪৮২
সিক্রোলনিবাসী। ...	১৮৭৮০
	২০০২৬২
বারাণসে বাটীর সংখ্যা।	৩০২০৫
সিক্রোলের গৃহসংখ্যা। ...	২৮৮০
	৩৩০৮৫
উভয়স্থানে মহল্লা অর্থাৎ পারা।	৩৯০
পাকাঘর অর্থাৎ ইষ্টক ও পাথর নির্ম্মিত।	১১৩৯৮

কাঁচা ঘর।	১৯১৯১
কাঁচা পাকা ঘর।	২৪১৬
তন্মধ্যে একতালা বাটী।	১৫০৩৪
দোতালা বাটী।	১২১২০
তেতালা বাটী।	২৯৯৮
চৌতালা বাটী।	১০১৯
পাঁচতালা বাটী।	২০০
ছয়তালা বাটী।	৭
সাততালা বাটী।	১
ভগ্নগৃহ ও শূন্য স্থান।	১৫৭০
বাগান।	১৭৪
শিবালয়প্রভৃতি।	১০০০
মুসলমানের মস্জিদ্‌।	৩৩০

প্রত্যেক বর্ণের প্রধানলোকের স্থানে অনুসন্ধান করাতে বোধ হইল যে তন্নগরস্থ বর্ণসকলের নীচে লিখিতব্য ইয়ৎ২ সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ

মহারাষ্ট্রদেশের।	১১০০০
নাগরদেশস্থ।	৩০০০
মোর।	৬০০
উদীচ্য।	১২০০
গৌড়ীয়।	২০০০
কান্যকুব্জের।	৭০০০
খেরেওয়ালি।	১৬০০
বাঙ্গালি।	৩০০০
গঙ্গাপুত্র।	১০০০
পঞ্চাশপ্রকার অন্য ক্ষুদ্রবর্ণ।	৩৬০০
	৩৫০০০

ক্ষত্রিয়বর্ণ।

রজপুত।	৬৫০০
ভূচার।	৫০০০
অন্য পাঁচবর্ণ	৩০০০
	১৪৫০০

বৈশ্যবর্ণ।

আগুরওয়ালা।	২০০০
কংসর বণিক।	২৫০০
অন্য বিংশতি ক্ষুদ্রবর্ণ সঙ্কর।	৩৫০০
	৮০০০

শূদ্রবর্ণ।

কায়স্থ।	৭৫০০
কায়েরি।	৮৫০০
আভীরী।	৫৫০০
কহার।	৫০০০
কলওয়ার।	৬৫০০
পঞ্চাশপ্রকার অন্য ব্যবসায়ি বর্ণসঙ্কর।	৩৭০০০
	৭০০০০
এগারপ্রকার বর্ণসঙ্করীয় ভিক্ষুক	৬৫০০
অতএব কাশীনিবাসি তাবৎ হিন্দুলোকেরদের সংখ্যা।	১৩৮০০০
ও নগরনিবাসি মুসলমান।	৩২৬০০
অবশিষ্ট রাহাগিরী অতিথি ও চৌধুরীরদের হিসাবে যে সকল বালকাদি গণিত না হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা অনুমান।	১৩৪০০
বারাণসনিবাসি সর্ব্বশুদ্ধা	১৮০০০০

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১০ ফাল্গুন ১২২৫)

ইতিহাস।—কৃষ্ণনগর মোকামে এক ময়রা দশহরা যোগের সময়ে যথেষ্ট সন্দেশ বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা জমা করিয়া আপন দোকানে আপন নিকটে রাখিয়াছিল। পরে এক দুষ্ট লোক ঐ টাকার সন্ধান পাইয়া সন্দেশ ক্রয় করিবার ছলেতে আসিয়া দুই চারি আনার সন্দেশ ক্রয় করিয়া ঐ টাকা লইয়া যাইতে ময়রা তাহাকে ধরিল। পরে উভয়ে কহিল যে আমার টাকা ইহা কহিয়া বড় বিরোধ হইতে লাগিল কিন্তু উভয়ের সাক্ষী নাই। পরে তথাকার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র রাজা সম্ভুচন্দ্র রায়ের নিকট ঐ টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইল কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাক্ষী কেহই দিতে পারে না মোকদ্দমার শেষও হয় না পরে রাজপুত্র আপন চাকরের দ্বারা এক বাটী জল আনাইয়া সেই জলে ঐ টাকা ফেলিলেন ফেলিবামাত্রে সন্দেশের ঘৃত ভাসিয়া উঠিল ইহাতে ময়রার টাকা সাবুদ হইয়া বিরোধ নিষ্পত্ত্য হইল।

(২৫ আগষ্ট ১৮২১ । ১১ ভাদ্র ১২২৮)

চানক ॥—মোকাম চানকে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের যে বাগান আছে তাহাতে নানা দেশীয় নানাবিধ পক্ষী ও জন্তু আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ না হয় এমত লোক নাই যেহেতুক সকল দেশে সকল নাই। ঐ বাগানে হরিণ আছে তাহার মধ্যে এতদ্দেশীয় দুই তিন প্রকার আছে ও অন্য২ দেশীয় নীলগা নামে এক প্রকার হরিণ আছে সে ঘোটকের মত উচ্চ ও অতিদুর্ব্বৃত্ত ও অতিশয় শৃঙ্গবিশিষ্ট। এবং শ্বেতবর্ণ এক প্রকার হরিণ আছে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। চট্টগ্রাম নিকটস্থ পর্ব্বতীয় চারি পাঁচ গরু আছে তাহারদিগকে দেখিলে গরু বোধ হয় না সে গরু অত্যুচ্চ ও কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্ভুতাকার দেখা যায়। এবং ইংগ্লণ্ডীয় এক বলদ আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ। ব্যাঘ্র চারি পাঁচ প্রকারের দশ বারটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র আছে। আর এক স্থানে এই দেশীয় বৃহৎ তিনটা ব্যাঘ্র থাকে। অন্য এক স্থানে এক ব্যাঘ্র আছে তাহার গায় গোল২ চক্রাকৃতি চিহ্ন।

এক স্থানে সিংহের স্ত্রী পুরুষ দুই আছে তাহার বয়স্ দেড় বৎসর সে পাণ্ডু বর্ণ নির্ম্মল শরীর তাহার লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্ত যাহারা আহারাদি দেয় তাহারদের কথানুসারে সে চলে। ছোট২ চারি পাঁচ ব্যাঘ্র আছে তাহার মধ্যে একটা ব্যাঘ্র সে খোলাসা ও মনুষ্যের দ্বেষ করে না ও সে মনুষ্যের মত খাটে শয়ন করে ও লোক নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে। এবং শুনা যায় যে শ্রীশ্রীযুত যখন সীকার দেখেন তখন ঐ ব্যাঘ্র সীকার করে। দুই তিনটা স্যাগস আছে তাহারা খাটে শয়ন করে তাহারদের শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

কাঙ্গরু নামে নবহলণ্ডীয় এক জন্তু সে দুই প্রকারে চারিটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে ছোট জাতি একটা ও অন্যস্থানে বড় জাতি তিনটা আছে। তাহার সম্মুখের দুই পা অতিক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ও পশ্চাদের দুই পা বড় ও সবল সেই পায়ে লম্ফ দিয়া চলে সে পায়ে তিনটা নখ। সেই জন্তুর একটা বাচ্চা আছে লোকে কহে যে সে বাচ্চা গর্ভহইতে নির্গত হয় ও ইচ্ছামত গর্ভে প্রবিষ্ট হয় সে কথা কিছু নয়। কিন্তু তাহার বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্য্যন্ত একটা থৈলীর মত আছে তাহার স্তনও সে থৈলিতে আবৃত ঐ বাচ্ছা সেই থৈলীর মধ্যে থাকিয়া স্তন পান করে কখন২ ইচ্ছা মত বাহির হইয়া থাকে। যে হউক সে অতিআশ্চর্য্য বটে এমত কোন জন্তুর নাই।

আর দুই তিনটা জন্তু উটের মত আকৃতি কিন্তু ছোট ও শরীর সমান। আর এক গাণ্ডারের বাচ্ছা আসিয়াছে তাহার খড়্গ প্রকাশরূপে অদ্যাপি উঠে নাই কিন্তু নমুদ হইয়াছে সে অতিশান্ত অনায়াসে লোকেরা তাহার শরীরে হস্ত দেয় তাহার শরীরে লোম নাই ও অতিকঠিন শরীর। আর গর্দ্দভের আকার এক বড় ঘোড়া আছে সে পীতবর্ণ ও দেখিতে অতিসুন্দর। লোকে কহে যে ঐ ঘোড়া এক দিনের মধ্যে পঞ্চাশ ক্রোশ চলিতে পারে কিন্তু কেহ অদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয় নাই। এবং তিন চারি দেশীয় চারি পাঁচ ভালুক ও দুই তিন প্রকার বানর ও দুই তিন প্রকার বিড়াল আছে। এবং কাশ্মীর দেশের দুইটা ছাগল আছে তাহার লোম অতি কোমল তাহাতে শাল জন্মে। এবং এক বৃহৎ পক্ষী আছে তাহার গলা অতিদীর্ঘ ও ঘোড়ার পায়ের মত

তাহার পা সে লোককে পদাঘাত করিয়া মারে আর নবহলণ্ডীয় এক প্রকার হংস আছে সে নীলবর্ণ ও তাহার ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও সে অতিমনোহর আর নূতন২ অনেক২ প্রকার পক্ষী আছে তাহার নাম সকল জানা নাই।

(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

প্রেরিত পত্র।

সংপ্রতি কনিষ্ঠ কলি হইল যবিষ্ঠ
ইহাতে শিষ্টের মনে মিলে মহাকষ্ট।

আসামদেশে শৌমারপীঠ ও কামপীঠ নামে দুই ভাগে অনেকালাবধি বিভক্ত। ভাষাতে দুইভাগকে অহম ও ঢেকেরি কহে এইক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়াধিকার হওয়াতেও তদ্রূপ দুই কমিস্যনর মোকরর হইয়াছেন। কামপীঠেতে অনেক কালাবধি হিন্দু ধর্ম্মের সঞ্চার আছে শৌমারপীঠেতে পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের সঞ্চার ছিল না। সে স্থানের রাজা হিন্দু জবনের অমেধ্য তাবৎকে মেধ্য জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেন তাহারদের উপাস্য ছঙ্গ দেওনামে দেবতা ছিল ক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতির সঞ্চার হইল। অনুমান এক শত চল্লিশ বৎসর হইল শৌমারেশ্বর শক্রবংশাবতংস স্বর্গ দেবগদাধর সিংহ হিন্দুর ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন তদবধি ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার হইতে লাগিল তাহার পুত্র-পৌত্র রুদ্র সিংহাদি ক্রমে তদ্ধর্ম্মকে বর্দ্ধিষ্ণু করিতে লাগিলেন এবং জিলা নবদ্বীপের অন্তর্গত শিমলিয়াহইতে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে আনাইয়া মন্ত্রগ্রহণ করিলেন এবং ৺কামাখ্যা হয়গ্রীব মাধবপ্রভৃতি দেবতা যত্নেতে যোগিনীতন্ত্রাদ্যুক্ত তত্তদ্দেবতার কল্পোক্তক্রমে পূজার বিস্তার করিলেন ও বার্ষিক দুর্গোৎসবপ্রভৃতি ক্রিয়ার প্রকাশ করিলেন। ঐ সকল দেবস্থানেতে সেবার অত্যন্ত পারিপাট্য হইল যাবদীয় দৈব ব্যাপার যথা শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইল সদসৎপাত্রাপাত্র বিচারপ্রচার হইল ব্রাহ্মণেরা ক্রিয়ারহিত হইলে তৎক্ষণাৎ রাজা তাঁহারদিগের দণ্ড করিতেন এবং পারদারিক কুকর্ম্ম মোটেই ছিল না যদি দৈবাৎ কেহ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত তবে তাহাকে যেরূপ শাস্তি করিত তাহা লেখা ভার বেশ্যার সমাগম ও মদিরার গন্ধও ছিল না দেবনর্ত্তকীরা যাহারা থাকিত তাহারা কেবল নৃত্য গীতেতে রতা থাকিত কেহ২ গোপনে উপপতি ভজিত কিন্তু জবনাদি নীচগামিনী হইতে পারিত না লালুঙ্গমি কিরপ্রভৃতি কতকগুলা বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্ত-ভাগে থাকিত তাহারাই মদ্যামেধ্য পান ভক্ষণ করিত জবনাদি অস্পৃশ্য জাতি নগরোপান্তে থাকিত দৈবাৎ স্পর্শ হইলে সচেল জলপ্রবেশ করিত নগরেতে কেহ মদিরা ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিত না ইহাতে কলির অত্যন্ত ক্ষীণতা ছিল যেহেতুক কলির স্থান শাস্ত্রেতে লিখিয়াছেন যে পানং দ্যূতং স্ত্রিঃ সুনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ। সুতরাং এই সকলের অবিদ্যমানে কলির কিরূপে অবস্থান হইবেক এইক্ষণ ইংগ্লণ্ডীয়াধীন হইবাতে কলি অত্যন্ত যবিষ্ঠ হইয়াছে লোকে সমুদায় নিরঙ্কুশ হইয়া যথেষ্টাচারী বিহারী হইয়াছে নগরেতে স্বচ্ছন্দে গণিকা বাস করিয়াছে হট্টেতে যথেষ্ট মদিরা বিক্রয় হইতেছে লোকেরা পারদারিক হইয়াছে দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্রিয়ানিষ্ঠ থাকিত

এইক্ষণে কেবল যাত্রিক উল্লাস করিয়া বেড়ায় হে ভগবতি মহামায়ে রাজরাজেশ্বরি কামাখ্যে তুমি এই মহাশয়ের প্রতি তুষ্ট হইবা। এতদ্ধি রামায়ণং। বস্ত্রপ্রাপ্তীচ্ছুক যাত্রীকেরা যে কিছু দেয় তদ্দ্বারা গুজরাণ করে সংপ্রতি কামাখ্যার দেবালয়েতে ২৩ জন বিপ্রবিধবা গর্ভবতী হইয়াছে তাহার বিচার করাতে কর্ত্তৃক জনের উপর দোষার্পণ করিয়া পুনঃ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহা মিথ্যাকরার কল্পনা করিয়াছে এবমাদি কত অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে তাহা লেখা ভার। স্থূল তাৎপর্য্য।

নানা সম্প্রদায়ের কথা

(১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯)

স্বাভাবিক চোর॥—মাড়োয়ার দেশে বাগরি নামে এক জাতি আছে তাহারা স্বাভাবিক চোর পরদ্রব্যাপহরণদ্বারা প্রতিপালিত হয় তাহারা কহে যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর গবাদি সেবা আমরা করিতাম তাহাতে তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন যে তোমরা পরদ্রব্যাপহরণপূর্ব্বক কাল যাপন করিবা ইহাতে তোমারদিগের পাপ নাই। এই জাতীয় লোকেরা তিন পুরুষ পর্ব্বে মাড়োয়ার দেশ ত্যাগ করিয়া মালোয়া দেশে আসিয়া বসতি করিয়াছে এখন তাহারা দেড় শত ঘর হইয়াছে। তাহারা মহিষ ভক্ষণ করে একারণ হিন্দুরদিগের সহিত তাহারদিগের ব্যবহার্য্যতা নাই এবং হিন্দু-লোকেরা তাহারদিগকে অতি তুচ্ছ করে। তাহারা ভূতকে অধিক ভয় করে তাহারদিগের মধ্যে প্রায় বার আনা লোক ভূতের অনুগ্রহ লাভার্থে কোন দ্রব্য বিশেষ হস্তে বাঁধিয়া রাখে এবং তাহারা জানে যে তাহারা মরিলে ভূত হয় ও যে যাহাকে জীবৎ সময়ে প্রীতি করে সে মরিলে তাহার নিকটে আইসে এবং তাহারদিগের স্ত্রী লোকেরা চিনী ও নারিকেল ভক্ষণ করে না ও রেসমীয় বস্ত্র ও ঘাঘরা পরিধান করে না তাহারদিগের নাম রাথর ও পোয়ারভটী ও মকোনাহারা ও চোহান প্রভৃতি রজপুত নামের সদৃশ নাম। ইহাতে কেহ কেহ কোন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এ লোকেরদিগের নাম তোমারদিগের সদৃশ ইহাতে বোধ হয় যে ইহারা তোমারদিগের জাতি-হইতে নির্গত হইয়াছে। তাহাতে ঐ রজপুত রাগ করিয়া কহিল যে না উহারা অতিনীচ জাতি আমারদিগের জাতিহইতে কখন নির্গত হয় নাই কেবল লোক জানান কারণ এ সকল নাম রাখে এবং এই লোকেরা যত শীঘ্র নাশ হয় সেই ভাল। ইহারদিগের মধ্যে কতক লোক মোকাম ভোপালে থাকে সেখানে শ্রীযুত মেজর হেন্‌দ্রি সাহেব মোক্তিয়ার আছেন তিনি তাহারদিগের কুস্বভাব ছাড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে অনেক শান্ত হইয়াছে তথাপি চুরি করিতে গিয়াছে কি ঘরে আছে ইহা জানিবার কারণ রাত্রির মধ্যে দুইবার দেখিতে হয়। তাহারদের মধ্যে যাহারা সুস্বভাব হইয়াছে তাহারদিগকে পুলবন্দি প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তথাপি তাহারদিগের ব্যবহার ও বাক্য স্বতন্ত্রই আছে যেহেতুক ভদ্র লোকের সহিত তাহারদিগের চলন নাই তাহারদিগের মধ্যে কোন বিবাদ হইলে আপনারদিগের পঞ্চাইতের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয় সেই

পঞ্চাইতেরা তাহারদিগের কিঞ্চিৎ জরিপানা করে। পরস্ত্রীগমনে কিছু অধিক জরিপানা করে এই জরিপানার টাকা লইয়া মদ্য ক্রয় করিয়া সকলে পান করে বিশেষত আসামী ফৈরাদী অধিক পান করিয়া মত্ত হয় তখনি স্থির করে যে অদ্য কোন ঘরে চুরি করিব।

(২৪ জুন ১৮২৬। ১১ আষাঢ় ১২৩৩)

জলখাই ব্যবস্তা।—কটকের অন্তঃপাতি এক গ্রামে জলখাই ব্যবস্তানামক এক ঘর তদ্দেশীয় কায়স্থ বাস করেন তাঁহারদিগের রীতি এই আছে যে গোত্রের প্রধান ব্যক্তি কেবল জলপানেই কালযাপন করেন এইপ্রকার ক্রমিক তিন পুরুষাবধি চলিয়াছে এ কথা সত্য কিন্তু অজ্ঞাত ব্যক্তি সকল অসত্য জ্ঞান করিবেন তথ্যানুসন্ধান করিলে সে ভ্রম উপশম হইতে পারিবেক ২৬ জ্যৈষ্ঠ। সংপ্রতি কটকাগতস্য। সং চং

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪)

নেওয়ার জাতি।— নেপালের পর্ব্বতের তলিতে ও কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের প্রান্তভাগে এই জাতীয় লোক অনেক বসতি করে ইহারদিগের স্ত্রীলোকের বিবাহ প্রথম বিল্ববৃক্ষের সহিত হয় এবং বিবাহ হইলে পর সেই বৃক্ষের একটা ফল অতিসন্তর্পণে আপনার নিকটে রাখিয়া পুরুষের সহিত বিবাহ করে বিবাহকালীন বরপাত্র ১০।১৫ টা তাহার স্থৈর্য্য নাই সুপাবি আপন স্ত্রীকে দেয় সেই সুপাবি যেপর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীর নিকট থাকিবেক সেই পর্য্যন্ত তাহার স্বামিত্ব থাকিবেক ইহার মধ্যে যদি ঐ স্ত্রী কোন অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা হয় তবে তাহার পতিকে এই বিবাহকালীনের দত্ত সুপারি ফিরিয়া দিয়া পুনরায় তাহার অর্থাৎ নূতন বরের সুপারি গ্রহণ করিয়া তাহার ভার্য্যা হয়। ইহারদিগের পতির বিয়োগানন্তর বৈধব্যতা হয় না যদি পূর্ব্বোক্ত শ্রীফল উত্তম ব্যবহারে থাকে আর ফল ভ্রষ্ট অর্থাৎ নষ্ট হইলে পতি থাকিলেও বিধবা হয় বিধবার লক্ষণ কেবল সিন্দুর পরিত্যাগ মাত্র। সং চং

(৬ অক্টোবর ১৮২৭। ২১ আশ্বিন ১২৩৪)

কোচ।—এই জাতি অনেক মোরাঙ্গর মধ্যে রঙ্গনি পরসনাথ এবং কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের ব্যাপ্যের মধ্যে মেঘা পঙ্কবান পরগণা ও আর২ পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক স্থানে বসতি করে ইহারদিগের স্ত্রীলোকের পরিধেয় মেকৃলি অর্থাৎ চট বিশেষ তাহাও কটিদেশে না পরিধান করিয়া স্তনদ্বয়ের উপর পরিয়া থাকে সুতরাং স্তনাবর্ত্তনের অন্য বস্ত্র আবশ্যক করে না ইহারদিগের স্ত্রীলোকেরা যুবতি না হইলে বিবাহ করে না এবং কন্যা আপনি কন্যাযাত্র বাদ্যকর ব্যতীত তাবৎ স্ত্রীলোক লইয়া বিশেষতঃ যত যুবতি একত্রিতা হইয়া কন্যাকে বেষ্টন করিয়া বরের বাটীতে বিবাহ করিতে যায় কুলাচার প্রমাণ বিবাহ হইলে পর বরপাত্র আপন ঘরের চালের উপর আরোহণ করিয়া কহে যে আমি বিবাহ করিব না কারণ তোমাকে প্রতিপালন করিবার আমার ক্ষমতা নাই তাহাতে ঐ স্ত্রী কহে উঠ২ কোচের পুৎ ধোকড়া থান বুনমু পোষপোত্তক বরপাত্র এই বাক্য শুনিবামাত্র চালহইতে উত্তীর্ণ হইয়া কন্যাকে সিন্দুর দান করে তবে বিবাহ পূর্ণ হয়।

(৬ অক্টোবর ১৮২৭। ২১ আশ্বিন ১২৩৪)

যসি।—নেপালি যসিনামক এক প্রকার ব্রাহ্মণ আছে তাহারদিগের উৎপত্তির বিবরণ এই যে বিধবা ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা হইলে তাহার গর্ভে যে সন্তান হয় তাহারা যসি নামে খ্যাত হয় তাহারা ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং ব্রাহ্মণের ঔরসজাত এ জন্যে যদিও অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় মান্য তথাচ অনেক বিশেষ আছে আর অন্য জাতির স্ত্রীলোক নষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া এবং কেশ মুণ্ডন করিয়া তাহাকে দেশহইতে দূর করিয়া দেয় এবং তাহার স্বামী তাহার উপপতির প্রাণদণ্ড যত দিনের পরে হউক বেকাননি তাহার সাক্ষাৎ পাইবেক তৎক্ষণাৎ জার হান এই শব্দ তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিবেক তাহাতে সে অপবাদী না হয় এবং নেপালের অধীন বিচারস্থানে পারিতোষিক পায় কিন্তু এমত কুকর্ম্ম ব্রাহ্মণহইতে হইলে তাহার প্রাণদণ্ড নিষেধ।

(৬ অক্টোবর ১৮২৭। ২১ আশ্বিন ১২৩৪)

থারু।—মোরঙ্গে এই জাতিলোক অনেক বসতি করে ইহারদিগের পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের বিবাহের কাল ইং ১ লাং ১০ বৎসরপর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে তাবতের বিবাহ হয় এবং কথা যাবৎপর্য্যন্ত কন্যাবস্থা থাকে তাবৎ শ্বশুরালয় গমন করে না পূর্ণ যুবতি হইলে তাহার দ্বিরাগমন হয় তাহাতেও বিড়ম্বনা শ্বশুরালয় যাইয়াও ক্রমশঃ পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত স্বামির সহিত আলাপ হয় না এবং তাহার হস্তে কোন দ্রব্যাদি আহার করে না একারণ নিষ্কলঙ্কী হইয়া উত্তীর্ণা হইতে পারিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ আর যদি কোন স্ত্রীলোকের কোন কুকর্ম্মের অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর লক্ষণ প্রকাশ হয় তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে তাহাতে কন্যার পিতার কলঙ্ক কেবল হয়। আর যদি ঐ ছয় মাসের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য না হয় এবং পরে সে বেশ্যাচরণ করিলেও নিন্দনীয় হয় না যেহেতুক প্রথম পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

নানা কথা

(১ জানুয়ারি ১৮২০। ১৮ পৌষ ১২২৬)

বৎসরারম্ভ।—অদ্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নূতন বৎসরারম্ভ হইল অতএব গত বৎসরে স্থূল২ যে২ কর্ম্ম এই দেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি। এই বৎসর এতদ্দেশীয় লোকেরা সহমরণ বিষয়ে সদসদ্বিবেচনার নিমিত্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া পরস্পর বাদানুবাদ করিতেছেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়েরদের এমত ব্যবহার ছিল না সকল লোকেই ধারাবাহিক ব্যবহারেই চলিতেন এখন এইরূপ বিবেচনা হওয়াতে হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবস্থা স্থির হইবেক। সংপ্রতি কেবল সহমরণের বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা আরম্ভ হইয়াছে আমরা অনুমান করি যে অন্য২ বিষয়েও এইরূপ সদসদ্বিবেচনা হইবেক। কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুনঃ বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পায়। পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কেবল পণ্ডিতেরদের অন্তঃকরণেই গুপ্তা থাকিত সেই পণ্ডিতেরদের উপাসনা ব্যতিরেকে অজ্ঞান লোক

জানিতে পারিত না এখন এই রূপ হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ উপকার হয়। ইংগ্লণ্ড ও ফ্রান্স ও রুষিয়া প্রভৃতি দেশেতে এই রূপ ধারা সর্ব্বত্র আছে।

লক্ষ্ণৌয়ের নবাব গাজুদ্দীন হয়দর বাহাদুর পূর্ব্বে উজীর নবাব নামে খ্যাত ছিলেন। এই বৎসরে শ্রীশ্রীযুত তাঁহাকে অযোধ্যার রাজা খেতাব দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছেন। ইহাতে তাহার এই লাভ হইল যে পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর বাদশাহের চাকর ছিলেন এখন তিনি স্বতন্ত্র এক রাজা হইলেন।

এই বৎসরে কচ দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করিয়া সে দেশাধিকার করিয়া সেখানে রাজ্য করিতেছেন।

এই বৎসরে ব্রহ্মা দেশের প্রাচীন রাজা লোকান্তরগত হইয়াছেন তাহার পৌত্র রাজা হইয়াছেন। এই ব্রহ্মা দেশের নাম পূর্ব্বে বগু ছিল পরে এই রাজার পূর্ব্ব পুরুষ ঐ বগু দেশ জয় করিয়া তাহার নাম ব্রহ্মা দেশ রাখিলেন। এই রাজাবদের বংশের মধ্যে এই ব্যক্তি অনেক কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছেন।

এই বৎসরে সিংহলদ্বীপে সেখানকার দুষ্ট লোকেরা কতক লোকেরদিগকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ক্ষুদ্র২ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাতে সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন শান্তি হইয়াছে।

এই বৎসর জুন মাসে এক মহাভূমিকম্প হইয়াছে তাহার মত ভূমিকম্প তৎকাল হয় নাই সে ভূমিকম্প তাবৎ ভারতবর্ষে হইয়াছিল এতদ্দেশে তাহার পরাক্রম অধিক অনুভব হয় নাই কিন্তু অন্য২ দেশে অতিশয় জ্ঞান হইয়াছে বোম্বইর নিকটবর্ত্তি দেশে ঐ ভূমিকম্পেতে ঘর বাড়ী পড়িয়া সাত আট হাজার লোক মারা পড়িয়াছে।

(৩০ অক্টোবর ১৮১৯। ১৫ কার্ত্তিক ১২২৬)

ডাক বেহারা।—পূর্ব্বে লোকের প্রয়োজনানুসারে কোম্পানি উপযুক্ত মূল্য লইয়া ডাক বেহারা দিতেন তাহাতে কোনহ স্থানে দেড় টাকা ক্রোশ ছিল ও কোনহ স্থানে তাহার অধিকও ছিল কিন্তু সংপ্রতি কোম্পানি হুকুম করিয়াছেন যে এক ক্রোশ যাইতে এক টাকার অধিক লাগিবেক না এবং তাহার মধ্যে তৈল ও মসাল ইত্যাদি সকল খরচ।

(১ জানুয়ারি ১৮২০। ১৮ পৌষ ১২২৬)

ইস্তাহার।—সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচি-দীগর বশান যাইবেক তাহারা জানেরেল পোষ্ট আপিশহইতে ফি চৌকি চারি টাকার হিসাবে পাইবেক ইহার অন্যথা কাহারো হুকুমে হইবেক না যদি কোন ডাকের আমলা লোক ইহারদিগের দিতে কিছু আপত্য করে তবে শ্রীযুত জানেরেল পোষ্ট মাষ্টরের অগ্রে এ নিমিত্ত যে দরখাস্ত করিবেক তাহাতে সুন্দর বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।

(৩ মে ১৮২৮। ২২ বৈশাখ ১২৩৫)

কলিকাতার ডাকঘর।—২৬ এপ্রিল তারিখে ডাকঘরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এলিয়েট সাহেব এই সমাচার দিলেন যে চৌরঙ্গীর ১৩ নম্বরের বাটীতে ডাকঘরের কাছারী বসিবে।

(২ জুন ১৮২৭। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

ঠিকা বেহারা।—···আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্থ তাবৎ ঠিকা বেহারারদিগকে পুলিসে ডাকাইয়া মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা উত্তমরূপে এই আইনের বিশেষ বুঝাইয়াছেন এবং তাহারদের সকল ওজরও শুনিয়াছেন। শুনা গিয়াছে যে চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর ছিল কিন্তু মাজিস্ত্রিট সাহেবেরা ঐ মূল্য তাহারদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। তাহারদের প্রত্যাগমনকালে এমত বোধ হইল যে তাহারদের সকল ওজর মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সকলেই স্ব২ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেক কিন্তু এখন কলিকাতায় এক বেহারারও মুখ দেখা যায় না ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক কিম্বা কেহ তাহারদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকিবেক এই নূতন ব্যবস্থাবিষয়ে কেহ২ এই এক ওজর করে যে কেবল সময়ানুসারে হার নিরূপিত হওয়াতে তাহারদের পক্ষে অনেক ক্ষতি অতএব সময়ানুসারে হার না করিয়া যদি দূরাদূর বুঝিয়া করা যাইত তবে ভাল হইত যেহেতুক কলিকাতাহইতে কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মরেপিটে এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায় এবং সে এক ঘণ্টার মজুরি তাহারা প্রত্যেকে কেবল এক২ আনা করিয়া পাইবেক কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় তাহারদের তাবৎ দিবসের বল যাইবে।

আরো কলিকাতার এক ইংরাজি সমাচারপত্রে বেহারারদের পক্ষপাতী হইয়া কেহ লিখিয়াছেন যে সময়ানুসারে বেতন নিরূপণের নূতন আইন হওয়াতে বেহারারদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে যেহেতুক বেহারারদের ঘড়ী নাই আরোহকেবদের ঘড়ী আছে এবং ইতরলোক অপেক্ষা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক মান্য। এমন অনেক মান্যলোক আছেন যে তাঁহারা দেড় ঘণ্টা কিম্বা ততোধিককাল পর্য্যটন করাইয়া ঘড়ী দেখাইয়া এক ঘণ্টার বেতন দান করিবেন বেহারা বেচারা তাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না কহিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক সুতরাং মাদারির মৃত্যু। অতএব ঐ লেখক কহিয়াছেন যে সরকারি ব্যয়ে প্রত্যেক বেহারাকে এক২ টা ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন পাল্কি ঘাড়ে করিবে তখন টেঁকহইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিবেক ও যখন পালকী নামাইবেক তখন বস্ত্রদ্বারা আপনারদের মুখের ঘাম মুছিয়া পুনর্ব্বার ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে তবে কিছু অন্যায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভয়ে কলিকাতার বড় গ্রিজায় গিয়া আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে কিন্তু সেখানে যাইবার মজুরি বেহারারদের নিজ খরচ।

সে যে হউক বেহারারা চলিয়া গিয়াছে হইতে পারে যে তাহারা শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে। সংপ্রতি রথ যাত্রা উপস্থিত ভরসা হয় যে একবার রথ টানিয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনর্ব্বার

পালকি বহিবেক। ইতোমধ্যে কলিকাতা নগরে ঘোড়া সকল পালকীবেহারা হইয়াছে এবং বোধ হয় যে দুই তিন হপ্তার মধ্যে ঘোড়ারদেরও সভা হইয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত হইবেক। ইহাও অসম্ভব নয় যেহেতুক হিতোপদেশপ্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ষাঁড় শৃগালাদি কথা কহিয়াছে।

(২ মার্চ ১৮২২। ২০ ফাল্গুন ১২২৮)

ব্যাঘ্র।– কলিকাতার পূর্ব্ব দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকটে চৌরমহল নামে এক স্থান আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই কেবল অতিশয় বন এবং ব্যাঘ্র ভীতিও অতিশয়। এক গৃহস্থের স্ত্রী নবপ্রসূতা তাহার স্বামী প্রাতঃকালে কর্ম্মান্তরে গেল ঐ স্ত্রী আপন গৃহের পিঁড়াতে অগ্নি করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়া বালক লইয়া থাকিল। বেলা এক প্রহরের সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ গৃহপ্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুর্দিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ স্ত্রী লোক ব্যাঘ্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিল। বিশেষতঃ এ সময়ে যদি আপন স্বামী আইসে তবে তাহাকে এই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিবে এই২ রূপ নানা চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোন দিগে দ্বার না পাইয়া লম্ফ দিয়া পিঁড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উছাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাদের দুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল এই সময়ে ঐ স্ত্রী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অল্পে২ ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান হওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়কালীন গর্জ্জনতুল্য বার২ বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভীত হইয়া স্ব২ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে২ গৃহ দাহ না হয় কেবল ব্যাঘ্র দগ্ধ হয় এইরূপ অগ্নি জ্বালাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল নিঃশব্দ হইলে দুই ঘণ্টা পরে গ্রামস্থ লোক গৃহহইতে বাহির হইয়া চতুর্দিগ অবলোকন করিয়া পাঁচ সাত দশ জন একত্র হইয়া ক্রমে২ ঐ স্থানে আসিয়া বিশেষ দেখিল। সে সময় ঐ স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যাঘ্রকে চালহইতে নামাইয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিল।

(২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯)

ছকড়া গাড়ি॥—মোকাম কলিকাতাতে ছকড়া গাড়ির উৎপাতে রাস্থায় চলা ভার...।

(১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯)

পিস্তল লড়াই॥—মোকাম কলিকাতায় শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেব ও শ্রীযুত মেং বকিংহাম সাহেব এই উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়া পিস্তল লড়াই করিতে পণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত বকিংহামের পক্ষে শ্রীযুত মেজর সুইনি সাহেব হইলেন ও শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন

সাহেবের পক্ষে শ্রীযুত মেং গরডন সাহেব হইলেন। ৬ জুলাই রাত্রি চারি ঘণ্টার সময়ে এই দুই জনকে মধ্যস্থ করিয়া বাদী প্রতিবাদী একত্র হইয়া মোং কলিকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড়ের স্থানে এক বড় বৃক্ষের নীচে গিয়া ধারা মত দ্বাদশ পাদান্তরে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর এককালে পিস্তল মারিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহাতে কাহারো হানি হইল না দ্বিতীয়বার পিস্তলে গুলি পূরিয়া মারিলেন তাহাতেও কিছু ক্ষতি হইল না পরে ডাক্তর জেমেসন সাহেব তৃতীয় বার গুলি মারিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্মত হইলেন তাহাতে সুতরাং তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন।

(২০ নভেম্বর ১৮২৪। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩১)

ভোজবিদ্যা।—রাম স্বামী নামে এক জন এতদ্দেশীয় লোক আমেরিকা দেশে ভোজবিদ্যা-প্রভাবে একুশ বুরুল একখান তলবার পুনঃ২ গ্রাসোদ্গার করিয়া অনেককে চমৎকৃত করিয়াছে ও আপনার থলি পূর্ণ করিতেছে।

(১০ জুলাই ১৮২৪। ২৮ আষাঢ় ১২৩১)

দুষ্টের নাশ।—শুনা গেল যে অল্প দিবস হইল উলা গ্রামের মুস্তৌফিরদের বাটীতে শিবেশনি নামে এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দস্যু স্বসঙ্গিবর্গ বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং বাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অর্থাপহরণ করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া উল্লংফনোদ্যত হইবামাত্র ঐ বাটীস্থ এক জন দেখিতে পাইয়া প্রাচীরে উঠিয়া তৎপশ্চাতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িয়া অস্ত্রদ্বারা তাহাকে এমন আঘাত করিল যে তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। অপর শুনা গেল যে যে ব্যক্তি এই দস্যুকে সংহার করিয়াছে সে জেলা কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বকর্ম্মে আসিয়া স্বামির নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

(১৬ অক্টোবর ১৮২৪। ১ কার্ত্তিক ১২৩১)

স্ত্রীলোকের সাহস।—কএক দিবস হইল অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক স্ত্রী কলিকাতার নিমতলার ঘাটে স্নানার্থ আসিয়াছিল তাহাতে ক্রীড়াচ্ছলে কুতূহলে সন্তরণদ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হইয়া গেল ইহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছে।

(১ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৪)

সভাবাটী।— বাঙ্গাল ক্লোব নামে যে নূতন এক সভা এ প্রদেশে স্থাপিতা হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ পূর্ব্বে আমারদিগের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে পুনশ্চ ঐ বিষয়ের আরো কিঞ্চিৎ অবগত হওয়াতে পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে কলিকাতা নগরের গড়ের

মাঠের নিকট এসপ্রেন্ডয়ো নামে এক উত্তম চৌতালা বাটী লওয়া গিয়াছে ঐ বাটীতে দুইটা খানা খাইবার এবং দুইটা পঠনের ঘর আছে ঐ সকল ঘর অত্যুত্তম দ্রব্যেতে সুশোভিত ও পঠনের ঘরে নানাপ্রকার নূতন ও বিলাতের প্রকাশিত পুস্তক এবং এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদযুক্ত কাগজ প্রস্তুত আছে। এই সভাবাটীতে যদ্যপি কেহ বাস করণেচ্ছুক হন তবে তাঁহাকে মাসিক এক মোহর কিম্বা প্রত্যেক সপ্তাহে চারি টাকা দিতে হইবেক। আর হাজিরি খাইলে প্রত্যেক লোককে এক তঙ্কা ও টিফিন অর্থাৎ জলপান করিলে ১৷৷ টাকা এবং মধ্যাহ্ন ভোজন করিলে ৩ টাকা দিতে হয়।

(২৪ জুলাই ১৮১৯। ১০ শ্রাবণ ১২২৬)

ভূমিকম্প।—যে ভূমিকম্পের বিষয় আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম এখন শুনা যাইতেছে যে সে ভূমিকম্প তাবৎ ভারতবর্ষে হইয়াছে কিন্তু কোন২ প্রদেশে অধিক কোন২ প্রদেশে অল্প। মোং বোম্বইতে ঐ ভূমিকম্পে লোকেরদের এমত জ্ঞান হইয়াছিল যে মহাপ্রলয় কাল উপস্থিত।

অহমদাবাদ মোকামে ঐ ১৬ জুন তারিখে সায়ংকালে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে সে শহরের অনেক ক্ষতি হইয়াছে সেখানে মুসলমানেরা এমত সুদৃশ্য মসজিদ করিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিত সে সকল মসজিদ ঐ ভূমিকম্পে ভূমি পতিত হইয়াছে সে শহরের দরবাজা পড়িয়া গিয়াছে ও সেখানকার অদালতের ঘর এমত ফাটিয়া গিয়াছে যে সেখানে আর বসা যায় না। তারপর দিন প্রাতঃকালে সেখানে দুইবার ভূমিকম্প হইয়াছিল।

ঐ তারিখে মোং সুরাটে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে সুরাট ও তাহার নীচ বর্ত্তিনী তাপ্তি নামে নদী ও তাহার পারের গ্রাম সকল দোলায়মানের মত দেখা গেল। সেখানে এক সাহেব আপন ঘরে খাটে শয়ন করিয়াছিল ঐ ভূমিকম্পে তাহার শয়নের খাট দুলিতে লাগিল ও মেজ দেওয়ালে আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে সে সাহেব ভীত হইয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দেখিল যে শহরের সকল লোক ঐ সাহেবের ঘরের দোলন দেখিতেছে। অনেক ঘরে গ্লাসের তৈল ও প্রদীপের তৈল উছলিয়া ভূমিতে পড়িল এবং কূপের জল যে আড়াই হাত মৃত্তিকার নীচে ছিল তাহাও ভূমিতে উঠিল ও দুই তিন পুষ্করিণীর জল মৃত্তিকাতে বহিতে লাগিল।

বোম্বইয়ের নিকটবর্ত্তি ত্রয়াক শহরে প্রায় পূর্ব্বে কখনও ভূকম্প হইত না কিন্তু এ ভূমিকম্প সেখানেও এমত হইয়াছে যে সেখানে অনেক ঘর দোলায়মান হইয়াছিল। এবং যাহারা দাঁড়াইয়া বেড়াইতেছিল তাহারা ঐ ভূমিকম্পের সময়ে কিছু অবলম্বন না করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। এক সাহেব সেই সময়ে পাল্কীতে যাইতেছিল সে কিছু জানিতে পারিল না। কিন্তু লোকেরদের দৌড়াদৌড়ি দেখিল ও পাকা ঘরের উপর হইতে বড় টাইল ইট পড়িতে দেখিল। এবং সেখানকার লোকেরদের মস্তক ও গাত্র ঘূর্ণনেতে তাহারা ওলাউঠা হইয়াছে জ্ঞান করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল ও আপনারাই মৃত্তিকাতে পড়িল।

(১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬)

ভূমিকম্প।—১৬ জুন তারিখে যে ভূমিকম্প এখানে হইয়াছিল তাহার বিষয়ে গুজরাট ও কচ্ছ দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পে মোং আঞ্জার শহরের এক শত ছেষট্টি লোক খুন হইয়াছে ও তিন শত বিশ লোক আঘাতী হইয়াছে সে শহরে চারি হাজার পাঁচ শত ঘর ছিল তাহার মধ্যে পোনর শত ঘর একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। আর এক হাজার ঘর পড়িয়াছে আর দুই হাজার ঘর যে অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে প্রায় লোক থাকিতে পারে না। সেখানে যে কিল্লা আছে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ নষ্ট হইয়াছে যে অবশিষ্ট আছে তাহাও এই বর্ষাতে থাকিবেক না।

(২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ই ভাদ্র ১২২৬)

ভূমিকম্প।—১৬ জুন তারিখের ভূমিকম্পের সমাচার দূর২ দেশহইতে আসিতেছে। বোম্বইয়ের নিকট সমুদ্র তীরস্থ পুরীবন্দর নামে মহাশহরহইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পেতে সেখানকার এক কিল্লার দেওয়াল সমুদ্রের ঢেউর মত কাঁপিয়াছিল ও নয়টা গুম্বেজ ও অনেক দেওয়াল এক কালে পড়িয়াছে ও তাহার ধূলিতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল সেখানকার লোকেরা সে সময়কে মহাপ্রলয় কাল জ্ঞান করিয়াছিল সে শহরের অনেক২ পাকা ঘর পড়িয়া গিয়াছে এবং যে ও না পড়িয়াছে সে ঘরও এমত ফাটিয়াছে যে তাহার পতনভয়ে সেখানকার রাজা ও আর২ লোক শহরের বাহিরে গিয়া বসতি করিতেছে।

সেই শহরের কিঞ্চিৎ দূরে এক স্থানে ভূমিকম্প সময়ে মৃত্তিকা ফাটিয়া হুহু শব্দে জল উঠিয়াছিল যে দিন ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার পর দিন তিন চারি বার ক্ষুদ্র২ ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে পূর্ব্ব দিন পড়িতে অবশিষ্ট যে গৃহ প্রভৃতি ছিল তাহা সেই দিনে পড়িয়াছে সেই ভূমিকম্প সকল স্থানহইতে সমুদ্র তীরে অতিশয় হইয়াছিল এবং তাহার পরাক্রম প্রকাশ সমুদ্রের নিকটেই অনেক আছে। মংগ্রুল শহরে পঞ্চাশ লোক মরিয়াছে। ভুজ শহরে যত লোক মরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এক হাজার মৃত লোক দেওয়ালের নীচেহইতে বাহির করিয়াছে এবং এখন আর২ শব বাহির হইতেছে ঐ শহরে সাত হাজার ঘর পড়িয়াছে। যাবৎ কচ্ছ দেশে যত লোক মরিয়াছে অনুমান করি কেবল ভুজ শহরে তত লোক মরিয়াছে। মান্দাবী শহরে এক শত ষোল লোক ও লখপট শহরে দেড় শত লোক মরিয়াছে এবং কচ্ছ দেশের উত্তরে তিন ক্রোশ আড়ে কিন্তু তাহার লম্বাই জানা নাই এমন এক স্থানে অকস্মাৎ জল উঠিয়া ব্যপ্ত হইয়াছিল। কচ্ছ দেশে যত শুষ্ক নদী ছিল সে সকল একেবারে জলেতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এত কুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ সুসমাচার দিতে আমারদের অধিক সন্তোষ অতএব তাহা দি। কচ্ছ দেশে গত ভূমিকম্পদ্বারা সকল দেশহইতে অধিক বিভ্রাট হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানে রাজকর বন্ধ করিয়াছেন। এবং বোম্বইয়ের তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা সকলে ঐ কচ্ছ দেশীয় লোকেরদের উপকার নিমিত্ত চান্দা করিয়া টাকা

দিতেছেন তাহাতে কোম্পানী বাহাদুর নিজে চারি হাজার ও তথাকার বড় সাহেব নিজে পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি রূপে সকলে দিতেছেন।

(২ অক্টোবর ১৮১৯। ১৭ আশ্বিন ১২২৬)

ভূমিকম্প।—কচ্ছ দেশে পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হইতেছে এবং এই বিষয়ে সে দেশে হাস্যাস্পদ হইয়াছে যেহেতুক সেখানে প্রায় নিত্য ভূমিকম্প হইতেছে ইহাতে তদ্দেশীয়েরা কেহ২ কহে যে এই কচ্ছ দেশ পৃথিবী ছাড়া এবং পৃথিবীর সহিত কেবল এক রজ্জুতে ঝুলান সমুদ্রে ভাসিতেছে কেহ২ কহে যে পৃথিবী ছাড়া কচ্ছ দেশ সমুদ্রে ভাসিতে২ আরব দেশে যাইতেছে তৎপ্রযুক্ত নিত্য ভূমিকম্প হয়।

(৬ নভেম্বর ১৮১৯। ২২ কার্ত্তিক ১২২৬)

ভূমিকম্প।—মোং চাটিগ্রামে ১৩ আক্‌টোবর অবধি বিশ দিনপর্য্যন্ত চারিবার ভূমিকম্প হইয়াছে।

(২৯ এপ্রিল ১৮২০। ১৮ বৈশাখ ১২২৭)

ভূমিকম্প।—কচ দেশে ১৪ মার্চ্চ দিনে দুই প্রহর দুইটার সময়ে অতিঘোরতর ভূমিকম্প হইয়াছিল। সে সময়ে সেখানকার তাবৎ লোক আপন২ ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল এবং তাহারা তখন মনে করিয়াছিল যে ১৬ জুন তারিখ পুনর্ব্বার আসিয়াছে। ২৮ জানুআরি তারিখ অবধি ক্ষুদ্র২ ভূমিকম্প পূর্ণিমা ও অমাবাস্যার যোগে প্রায় সেখানে হইতেছে তাহাতে লোকেরা পূর্ণিমা ও অমাবাস্যার দোষ কহে। সেই ভূমিকম্পে ক্ষুদ্র২ দুই এক খান ঘর পড়িয়াছিল কিন্তু অতিশয় উপদ্রব জন্মায় নাই তৎপ্রদেশে তণ্ডুলাদি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য তাহাতে সেখানকার রাজার এমত আজ্ঞা হইয়াছে যে সেখানহইতে এক দানাও তণ্ডুলাদি বাহির হইবে না।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫)

পাড় ভগ্ন।—সংপ্রতি কোন মান্য লোকের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মোং শান্তিপুরের গঙ্গার পাড় যাহা প্রতি বৎসর ভাঙ্গিয়া থাকে তাহা এ বৎসরও পুনরায় বর্ত্তমান মাসের প্রথমে ভাঙ্গিয়া থানা ঘরাদি একেবারে কোথা গিয়াছে যে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।

অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ১৩ ভাদ্র তারিখের বৈকালে গঞ্জঅবধি হাটখোলার বাজার-পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পাড় ভাঙ্গিয়া লোকেরদের বাগান ও বাটী এবং বৃহৎ২ বৃক্ষপ্রভৃতি যাহা অনেক কালের ছিল তাহা জলে ভাসিয়া এক কালে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র নিরূপণ নাই এক্ষণে ঐ সকল স্থান কেবল জলময় হইয়াছে কিন্তু এই প্রকার যদ্যপি রাত্রিকালে আরো ভগ্ন হয় তবে অনুমান হয় যে তত্রস্থ লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থল হইবেক। তিং নাং